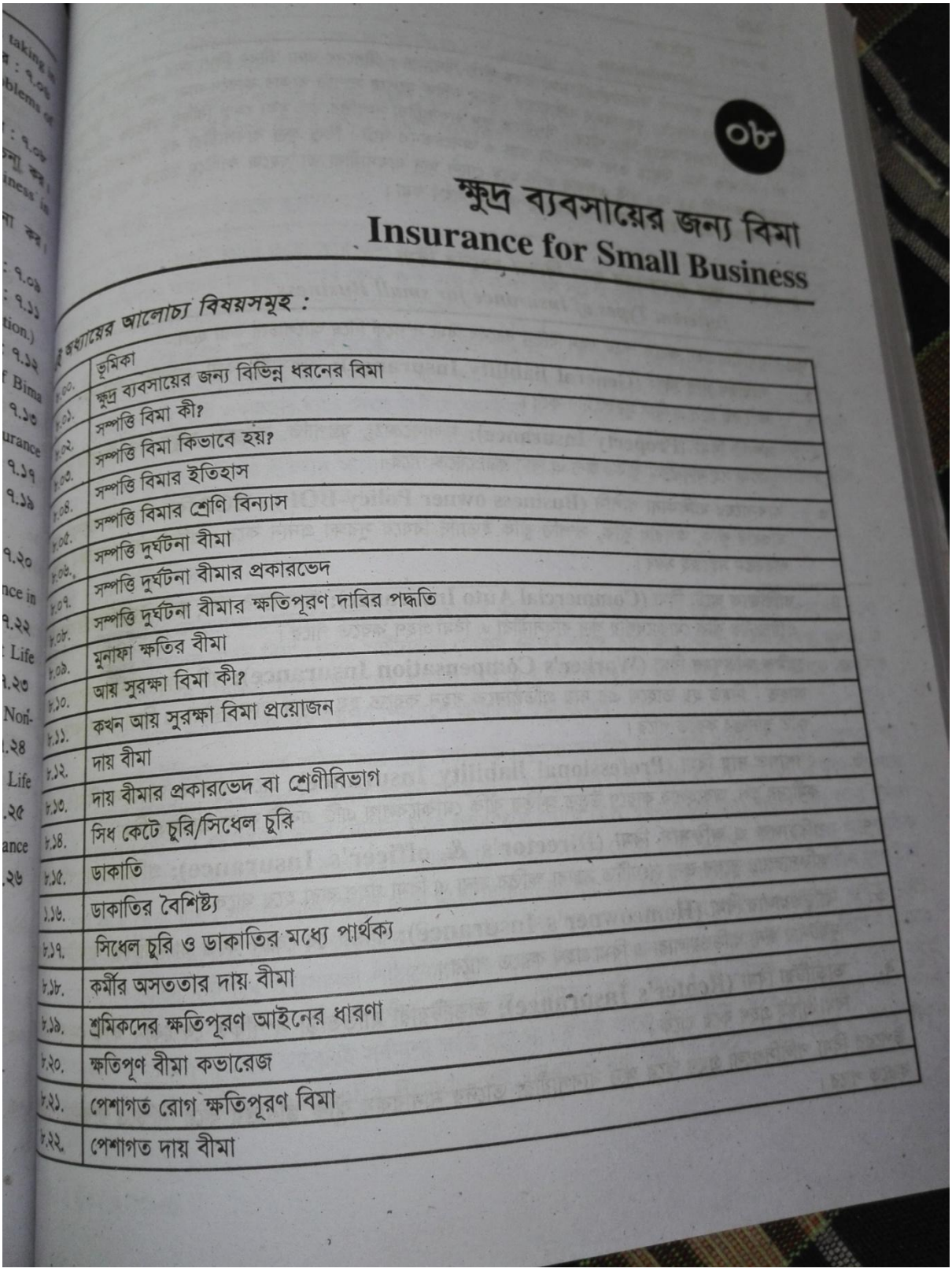

০৮

# ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য বিমা
# Insurance for Small Business

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ :

| | |
|---|---|
| ৮.০০. | ভূমিকা |
| ৮.০১. | ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিমা |
| ৮.০২. | সম্পত্তি বিমা কী? |
| ৮.০৩. | সম্পত্তি বিমা কিভাবে হয়? |
| ৮.০৪. | সম্পত্তি বিমার ইতিহাস |
| ৮.০৫. | সম্পত্তি বিমার শ্রেণি বিন্যাস |
| ৮.০৬. | সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা |
| ৮.০৭. | সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমার প্রকারভেদ |
| ৮.০৮. | সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমার ক্ষতিপূরণ দাবির পদ্ধতি |
| ৮.০৯. | মুনাফা ক্ষতির বীমা |
| ৮.১০. | আয় সুরক্ষা বিমা কী? |
| ৮.১১. | কখন আয় সুরক্ষা বিমা প্রয়োজন |
| ৮.১২. | দায় বীমা |
| ৮.১৩. | দায় বীমার প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ |
| ৮.১৪. | সিধ কেটে চুরি/সিধেল চুরি |
| ৮.১৫. | ডাকাতি |
| ১.১৬. | ডাকাতির বৈশিষ্ট্য |
| ৮.১৭. | সিধেল চুরি ও ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য |
| ৮.১৮. | কর্মীর অসততার দায় বীমা |
| ৮.১৯. | শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ধারণা |
| ৮.২০. | ক্ষতিপূণ বীমা কভারেজ |
| ৮.২১. | পেশাগত রোগ ক্ষতিপূরণ বিমা |
| ৮.২২. | পেশাগত দায় বীমা |

## ৮.০০ ॥ ভূমিকা
## Introduction

ব্যক্তিগত ও ব্যবসায় উভয়ক্ষেত্রেই নানা রকম ঝুঁকি বিদ্যমান। জীবনের জন্য জীবন বিমা আর সম্পত্তির জন্য সম্পত্তি বিমার প্রচলন রয়েছে। বৃহদায়তন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অধিক মূল্যের সম্পত্তি থাকার কারণে নানা রকম ঝুঁকি স্থানান্তরে ব্যবসায়ীরা বিমার আশ্রয় নিয়ে থাকে। বিপরীতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সম্পত্তির কম মূল্য হেতু বিভিন্ন ঝুঁকিকে আমলে নিয়ে না। এমনকি বিমা বিষয়ে তারা অনেকটা অজ্ঞ ও অসচেতনও বটে। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বড় ব্যবসায়ীদের মত সহায় সম্বলধারী হয় না। তাই একবার ক্ষতি হয়ে গেলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। এজন্য ব্যবসায়ীদের উচিৎ তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিমা গ্রহণ করা।

## ৮.০১ ॥ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিমা
## Different Types of Insurance for small Business

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করতে পারে এমন বিভিন্ন ধরনের বিমা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. **সাধারণ দায় বিমা (General liability Insurance):** ব্যবসায়ী, কর্মী এমনকি কোন পণ্য বা সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হলে এ বিমা সুরক্ষা দান করে।

২. **সম্পত্তি বিমা (Property Insurance):** দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, মজুদ পণ্য ইত্যাদি চুরি, দুর্ঘটনা সহ নানারকম ঝুঁকির জন্য এ বিমা করা যেতে পারে।

৩. **ব্যবসায়ের মালিকানা পলিসি (Business owner Policy-BOP) :** BOP বিমা আসলে ব্যবসায় বন্ধ যাওয়ার ঝুঁকি, অপরাধ ঝুঁকি, সম্পত্তি ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়ে সুরক্ষা প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ভেদে পরিবর্তন সহজেই সম্ভব।

৪. **বাণিজ্যিক অটো বিমা (Commercial Auto Insurance):** ব্যবসায়ের পণ্য, কর্মী ইত্যাদি পরিবহনের প্রয়োজনীয় ঝুঁকি মোকাবেলায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এ বিমা গ্রহণ করতে পারে।

৫. **শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বিমা (Worker's Compensation Insurance):** যদি কোন কর্মী কর্তব্যরত অবস্থায় আহত - নিহত হয় তাহলে এর দায় প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এ বিমা গ্রহণ করে প্রাপ্ত ক্ষতি স্থানান্তর করতে পারে।

৬. **পেশাগত দায় বিমা (Professional liability Insurance):** একে ভুল ও অবহেলা বিমাও বলা হয়। কর্মীদের ভুল, অবহেলার কারণে উদ্ভুত ক্ষতির ঝুঁকি মোকাবেলায় এটি একটি বহুল প্রচলিত বিমা।

৭. **পরিচালক ও অফিসার্স বিমা (Director's & officer's Insurance):** প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অফিসারদের ভুলের জন্য সংঘটিত সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য এ বিমা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৮. **বাড়িওয়ালার বিমা (Homeowner's Insurance):** বাড়ির যে কোন ক্ষতি বা বাড়িতে সংঘটিত যে দুর্ঘটনার জন্য বাড়িওয়ালারা এ বিমা গ্রহণ করতে পারে।

৯. **ভাড়াটিয়া বিমা (Renter's Insurance):** ভাড়াটিয়ারা বাড়িভাড়া সম্পর্কিত যে কোন ক্ষতি মোকাবেলায় বিমা প্রায়ই গ্রহণ করে থাকে।

উপরের বিমা পলিসিগুলো গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের নানারকম ঝুঁকি স্থানান্তর করে নিশ্চিন্তে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে।

Jewel's Care Life is for motto lesson

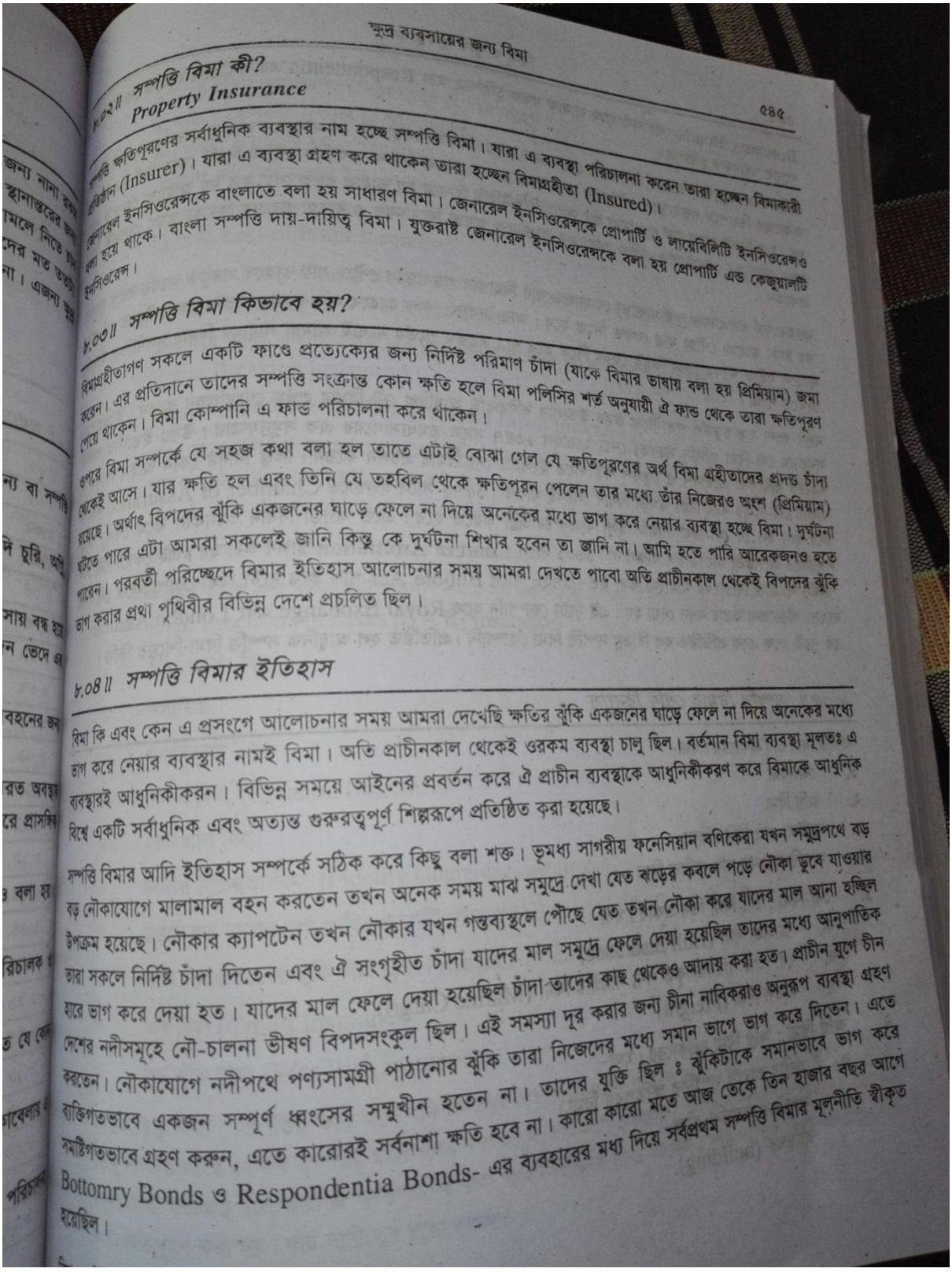

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য বিমা

৫৪৫

## ৮.০২॥ সম্পত্তি বিমা কী? Property Insurance

সম্পত্তি ক্ষতিপূরণের সর্বাধুনিক ব্যবস্থার নাম হচ্ছে সম্পত্তি বিমা। যারা এ ব্যবস্থা পরিচালনা করেন তারা হচ্ছেন বিমাকারী প্রতিষ্ঠান (Insurer)। যারা এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন তারা হচ্ছেন বিমাগ্রহীতা (Insured)।

জেনারেল ইনসিওরেন্সকে বাংলাতে বলা হয় সাধারণ বিমা। জেনারেল ইনসিওরেন্সকে প্রোপার্টি ও লায়েবিলিটি ইনসিওরেন্সও বলা হয়ে থাকে। বাংলা সম্পত্তি দায়-দায়িত্ব বিমা। যুক্তরাষ্ট্র জেনারেল ইনসিওরেন্সকে বলা হয় প্রোপার্টি এন্ড কেজুয়ালটি ইনসিওরেন্স।

## ৮.০৩॥ সম্পত্তি বিমা কিভাবে হয়?

বিমাগ্রহীতাগণ সকলে একটি ফাণ্ডে প্রত্যেক্যের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা (যাকে বিমার ভাষায় বলা হয় প্রিমিয়াম) জমা করেন। এর প্রতিদানে তাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন ক্ষতি হলে বিমা পলিসির শর্ত অনুযায়ী ঐ ফান্ড থেকে তারা ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন। বিমা কোম্পানি এ ফান্ড পরিচালনা করে থাকেন।

ওপরে বিমা সম্পর্কে যে সহজ কথা বলা হল তাতে এটাই বোঝা গেল যে ক্ষতিপূরণের অর্থ বিমা গ্রহীতাদের প্রদত্ত চাঁদা থেকেই আসে। যার ক্ষতি হল এবং তিনি যে তহবিল থেকে ক্ষতিপূরন পেলেন তার মধ্যে তাঁর নিজেরও অংশ (প্রিমিয়াম) রয়েছে। অর্থাৎ বিপদের ঝুঁকি একজনের ঘাড়ে ফেলে না দিয়ে অনেকের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে বিমা। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এটা আমরা সকলেই জানি কিন্তু কে দুর্ঘটনা শিখার হবেন তা জানি না। আমি হতে পারি আরেকজনও হতে পারেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিমার ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা দেখতে পাবো অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিপদের ঝুঁকি ভাগ করার প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল।

## ৮.০৪॥ সম্পত্তি বিমার ইতিহাস

বিমা কি এবং কেন এ প্রসংগে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি ক্ষতির ঝুঁকি একজনের ঘাড়ে ফেলে না দিয়ে অনেকের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার ব্যবস্থার নামই বিমা। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ওরকম ব্যবস্থা চালু ছিল। বর্তমান বিমা ব্যবস্থা মূলতঃ এ ব্যবস্থারই আধুনিকীকরন। বিভিন্ন সময়ে আইনের প্রবর্তন করে ঐ প্রাচীন ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করে বিমাকে আধুনিক বিশ্বে একটি সর্বাধুনিক এবং অত্যন্ত গুরুরত্বপূর্ণ শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

সম্পত্তি বিমার আদি ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলা শক্ত। ভূমধ্য সাগরীয় ফনেসিয়ান বণিকেরা যখন সমুদ্রপথে বড় বড় নৌকাযোগে মালামাল বহন করতেন তখন অনেক সময় মাঝ সমুদ্রে দেখা যেত ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। নৌকার ক্যাপটেন তখন নৌকার যখন গন্তব্যস্থলে পৌছে যেত তখন নৌকা করে যাদের মাল আনা হচ্ছিল তারা সকলে নির্দিষ্ট চাঁদা দিতেন এবং ঐ সংগৃহীত চাঁদা যাদের মাল সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে আনুপাতিক হারে ভাগ করে দেয়া হত। যাদের মাল ফেলে দেয়া হয়েছিল চাঁদা তাদের কাছ থেকেও আদায় করা হত। প্রাচীন যুগে চীন দেশের নদীসমূহে নৌ-চালনা ভীষণ বিপদসংকুল ছিল। এই সমস্যা দূর করার জন্য চীনা নাবিকরাও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। নৌকাযোগে নদীপথে পণ্যসামগ্রী পাঠানোর ঝুঁকি তারা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিতেন। এতে ব্যক্তিগতভাবে একজন সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখীন হতেন না। তাদের যুক্তি ছিল ঃ ঝুঁকিটাকে সমানভাবে ভাগ করে সমষ্টিগতভাবে গ্রহণ করুন, এতে কারোরই সর্বনাশা ক্ষতি হবে না। কারো কারো মতে আজ তেকে তিন হাজার বছর আগে Bottomry Bonds ও Respondentia Bonds- এর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম সম্পত্তি বিমার মূলনীতি স্বীকৃত হয়েছিল।

Bottomry Bonds- এর অর্থ হচ্ছে জাহাজ বন্ধক চুক্তিপত্র আর Respondentia এর অর্থ হচ্ছে জাহাজ বোঝাই করা পণ্যের পণ্যবন্ধক চুক্তিপত্র।

প্রাচীনকালে সমুদ্রপথে জাহাজ চালাকালে কোন কোন সময় এরকম অবস্থা হত যে মাঝপথে জাহাজ মেরামতের জন্য কিংবা জাহাজের নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌছুনোর জন্য জাহাজের কাপ্তানকে এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট থেকে অর্থ ধার করতে হত। যার নিকট থেকে অর্থ ধার নেয়া হত তাকে সিকিউরিটি হিসাবে হয় জাহাজ বন্ধক দেয়া হত নয় জাহাজে বোঝাই পণ্য বন্ধক দেয়া হত। জাহাজের মালিক জাহাজের কাপ্তানকে অবস্থা বিবেচনায় এ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা আগে থেকেই দিয়ে রাখতেন।

এরকম অর্থ ধার দেয়ার শর্ত থাকতো যে জাহাজ যদি নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌছে যায় তাহলে ধারকৃত অর্থের সংগে সুদসহ সব টাকা জাহাজ পৌছা মাত্র ফেরত দিতে হবে। আর দৈব্যাৎ কোন কারণে যদি জাহাজ গন্তব্যস্থলে পৌছুতে না পারে তাহলে গৃহীত ঋণের কোন কিছুই ফেরৎ দিতে হবে না। এরকম শর্তের মধ্যেই আমরা সাধারণ বিমার মূলনীতির স্বীকৃতি দেখতে পাচ্ছি।

যদ্দুর জানা যায় চতুর্দশ শতাব্দীতে উত্তর ইতালীর বণিকরাই আধুনিক নৌ-বিমার প্রথম গোড়াপত্তন করেন। ইতিহাসের সর্বপ্রথম নৌ-বিমা পলিসি সম্ভবতঃ নেয়া হয়েছিল ১৩৪৭ সালে ভূমধ্যসাগরের এক সমুদ্রযাত্রায়। উত্তর ইতালীর লম্বার্ডী শহরের বণিকেরা ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড নৌ-বিমার প্রচলন করেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন আইন কানুন না থাকায় নৌ-বিমার দাবি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। ১৫৭৫ সালে ইংল্যান্ডে Chamber of Assurance প্রতিষ্ঠা করে বলা হল যে নৌ-বিমা পলিসি ইস্যু করার রেজিষ্ট্রী করতে হবে। এতে ঝগড়া বিবাদ অনেকটা কমে গেল, কারণ পলিসিতে অস্পষ্টতা আগের মত থাকল না। ১৬০১ সালে Court of Arbitration স্থাপন করা হয়। এই কোর্টে নৌ বিমা পলিসি সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করা হত। ১৭২০ সালে Bubble Act পাশ করে দুটো বিমা কোম্পানিকে নৌ-বিমা ব্যবসা পরিচালনা করার নগদ দেয়া হয়। এই দুটো কোম্পানি হচ্ছে Royal Exchange এবং London Assurance। এর পরই একে একে প্রতিষ্ঠিত হল বিভিন্ন সম্পত্তি বিমা কোম্পানি। প্রতিষ্ঠিত হল আধুনিক সম্পত্তি বিমা শিল্পের ভিত্তি।

## ৮.০৫॥ *সম্পত্তি বিমার শ্রেণি বিন্যাস*

সম্পত্তি বিমা চার প্রকারের। যথা–

১. নৌ-বিমা
২. অগ্নি বিমা
৩. দুর্ঘটনা এবং বিবিধ বিমা
৪. সম্পত্তি সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব বিমা।

১. **নৌ-বিমা :** নৌ-বিমা তিন প্রকার। যথা–
   ক. জাহাজ বিমা (Hull Insurance)
   খ. নৌ পথে পরিবতনকৃত পণ্য সামগ্রীর বিমা (Marine Cargo)
   গ. মাশুল বিমা (Freight)

২. **অগ্নি বিমা :** অগ্নি বিমা দুপ্রকারের। যথা–
   ক. অগ্নির কারণে সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বিমা।
   সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে–
   বাড়িঘর (building)

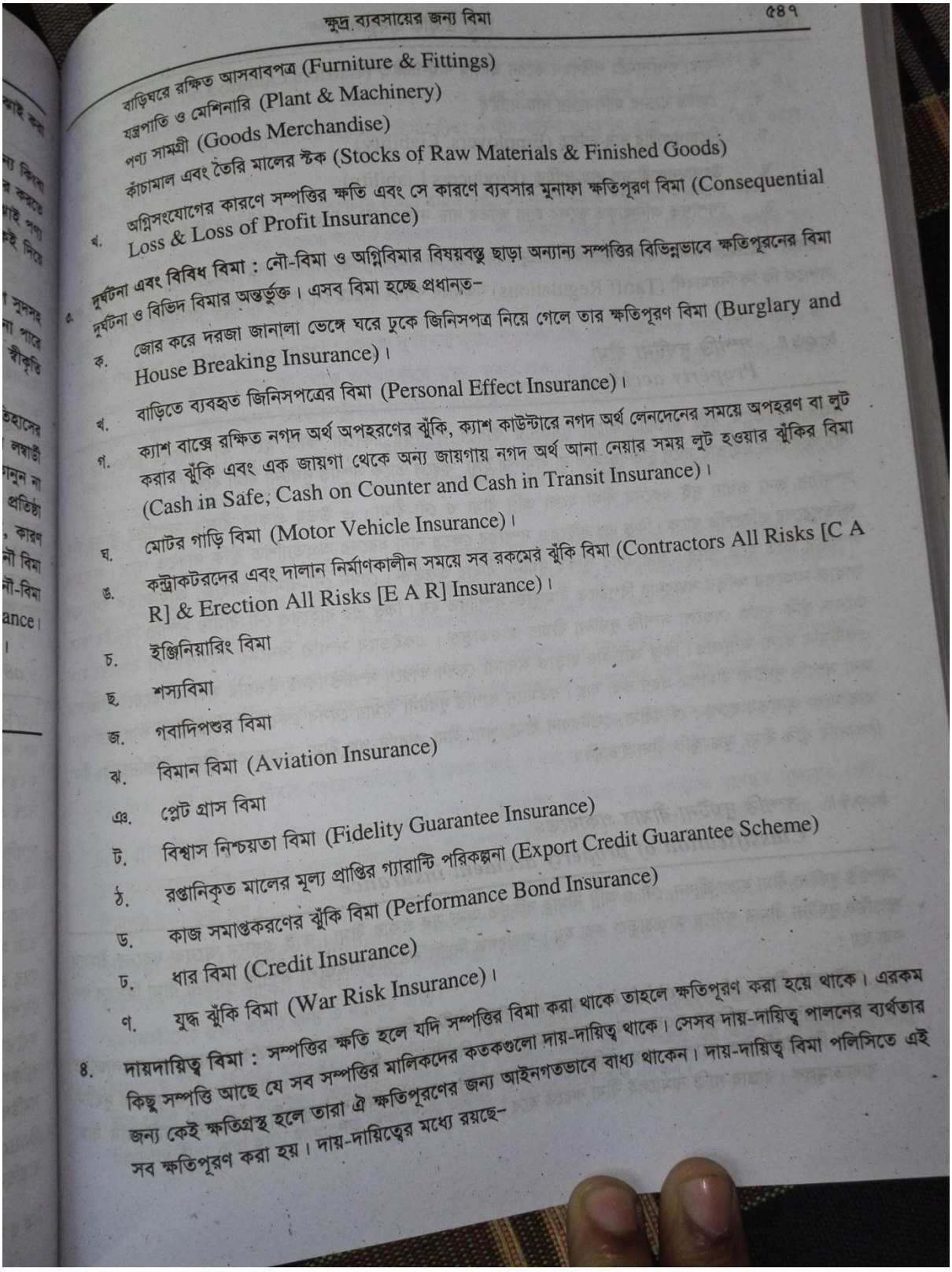

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য বিমা ৫৪৭

বাড়িঘরে রক্ষিত আসবাবপত্র (Furniture & Fittings)
যন্ত্রপাতি ও মেশিনারি (Plant & Machinery)
পণ্য সামগ্রী (Goods Merchandise)
কাঁচামাল এবং তৈরি মালের স্টক (Stocks of Raw Materials & Finished Goods)
খ. অগ্নিসংযোগের কারণে সম্পত্তির ক্ষতি এবং সে কারণে ব্যবসার মুনাফা ক্ষতিপূরণ বিমা (Consequential Loss & Loss of Profit Insurance)

৩. **দুর্ঘটনা এবং বিবিধ বিমা :** নৌ-বিমা ও অগ্নিবিমার বিষয়বস্তু ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তির বিভিন্নভাবে ক্ষতিপূরনের বিমা দুর্ঘটনা ও বিভিদ বিমার অন্তর্ভুক্ত। এসব বিমা হচ্ছে প্রধানত–

ক. জোর করে দরজা জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র নিয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ বিমা (Burglary and House Breaking Insurance)।

খ. বাড়িতে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের বিমা (Personal Effect Insurance)।

গ. ক্যাশ বাক্সে রক্ষিত নগদ অর্থ অপহরণের ঝুঁকি, ক্যাশ কাউন্টারে নগদ অর্থ লেনদেনের সময়ে অপহরণ বা লুট করার ঝুঁকি এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নগদ অর্থ আনা নেয়ার সময় লুট হওয়ার ঝুঁকির বিমা (Cash in Safe, Cash on Counter and Cash in Transit Insurance)।

ঘ. মোটর গাড়ি বিমা (Motor Vehicle Insurance)।

ঙ. কন্ট্রাকটরদের এবং দালান নির্মাণকালীন সময়ে সব রকমের ঝুঁকি বিমা (Contractors All Risks [C A R] & Erection All Risks [E A R] Insurance)।

চ. ইঞ্জিনিয়ারিং বিমা

ছ. শস্যবিমা

জ. গবাদিপশুর বিমা

ঝ. বিমান বিমা (Aviation Insurance)

ঞ. প্লেট গ্রাস বিমা

ট. বিশ্বাস নিশ্চয়তা বিমা (Fidelity Guarantee Insurance)

ঠ. রপ্তানিকৃত মালের মূল্য প্রাপ্তির গ্যারান্টি পরিকল্পনা (Export Credit Guarantee Scheme)

ড. কাজ সমাপ্তকরণের ঝুঁকি বিমা (Performance Bond Insurance)

ঢ. ধার বিমা (Credit Insurance)

ণ. যুদ্ধ ঝুঁকি বিমা (War Risk Insurance)।

৪. **দায়দায়িত্ব বিমা :** সম্পত্তির ক্ষতি হলে যদি সম্পত্তির বিমা করা থাকে তাহলে ক্ষতিপূরণ করা হয়ে থাকে। এরকম কিছু সম্পত্তি আছে যে সব সম্পত্তির মালিকদের কতকগুলো দায়-দায়িত্ব থাকে। সেসব দায়-দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার জন্য কেই ক্ষতিগ্রস্থ হলে তারা ঐ ক্ষতিপূরণের জন্য আইনগতভাবে বাধ্য থাকেন। দায়-দায়িত্ব বিমা পলিসিতে এই সব ক্ষতিপূরণ করা হয়। দায়-দায়িত্বের মধ্যে রয়ছে–

ক. যারা পণ্যসামগ্রী পরিবহন করেন তাদের দায়-দায়িত্ব (Carriers Liability)
খ. মোটর যানের মালিকদের দায়-দায়িত্ব
গ. নিয়োগকারীর দায়-দায়িত্ব (Employers, Liability)
ঘ. উৎপাদনকারীদের দায়-দায়িত্ব (Producers Liability)
ঙ. পেশাগত অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষতির দায়-দায়িত্ব (Professional Indemnity)

পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা ওপরে উল্লিখিত বিভিন্ন বিমায় কি কি ধরনের বিমা পলিসি নেয়া হয়, বিভিন্ন রকমের ঝুঁকি কভার সম্পর্কে কি কি নিয়মাবলী (Tariff Regulations) বর্তমানে বলবৎ রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব।

## ৮.০৬॥ সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা
## Property accident insurance

অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যাওয়া কোনো দুর্ঘটনার কারণে সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হলে তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বীমাকারীবীমা গ্রহীতার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে বা বীমাপত্র ইস্যু করলে তাকে সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা বলে।

সম্পত্তির জন্য প্রধান দুই ধরনের বীমা হলো অগ্নি বীমা ও নৌ-বীমা। এ উভয় প্রকার বীমায় সম্পত্তির ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি থাকে। কিন্তু এর বাইরেও সম্পত্তির ক্ষেত্রে নানা ধরনের অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি থাকতে পারে। যার দ্বারা সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে। আর এসব ঝুঁকিই দুর্ঘটনা বীমার অন্তর্ভুক্ত। যেমন নৌ-বীমায় জাহাজ, জাহাজস্থিত পণ্য এবং জাহাজ মালের ক্ষতির সম্ভাবনার বিপরীতে বীমাচুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু এর বাইরেও নৌ-বীমায় সম্পত্তি বিনষ্টের আরো অনেক ঝুঁকি থাকে যেগুলো সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমার আওতাভুক্ত। একইভাবে সম্পত্তি বিনষ্টের অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটিমাত্র হলো অগ্নিকাণ্ড। কিন্তু অগ্নিকাণ্ড ছাড়াও অন্যান্য যেসব কারণে সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর জন্য সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমাপত্র গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমায় যেসব ক্ষেত্রে বীমাপত্র ইস্যু করা হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো : চৌর্যবীমা, মোটরযান বীমা, শস্য বীমা, গবাদি পশু বীমা, নভশ্চারণ বীমা, ইঞ্জিনিয়ারিং বীমা, ঠিকাদারি ঝুঁকি বীমা, যুদ্ধ-ঝুঁকি বীমা ইত্যাদি।

## ৮.০৭॥ সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমার প্রকারভেদ
## Classification of property accident insurance

সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা হলো জীবন, নৌ ও অগ্নি বীমার বহির্ভূত অন্য সব প্রকার বীমা। তাই এখানে অনেক ধরনের বীমাকে সম্পত্তির দুর্ঘটনা বীমার পর্যায়ে আওতাভুক্ত করা হয়। সাধারণত নিম্নলিখিত বীমাপত্রগুলো সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা হিসাবে গণ্য করা হয় :

১. **মোটরযান বীমা *(Motor vehicle insurance)*** : সড়ক দুর্ঘটনা কিংবা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক আঘাত বা হামলাজনিত কারণে যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে তার বিপরীতে মোটরযান বীমা। বাংলাদেশে এ ধরনের দুর্ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি আইন অনুযায়ী বর্তমানে মোটরযান বীমা বাধ্যতামূলক। রাস্তায় গাড়ি নামালেই বীমা করতে হবে।

Jewel's Care Life is for motto lesson

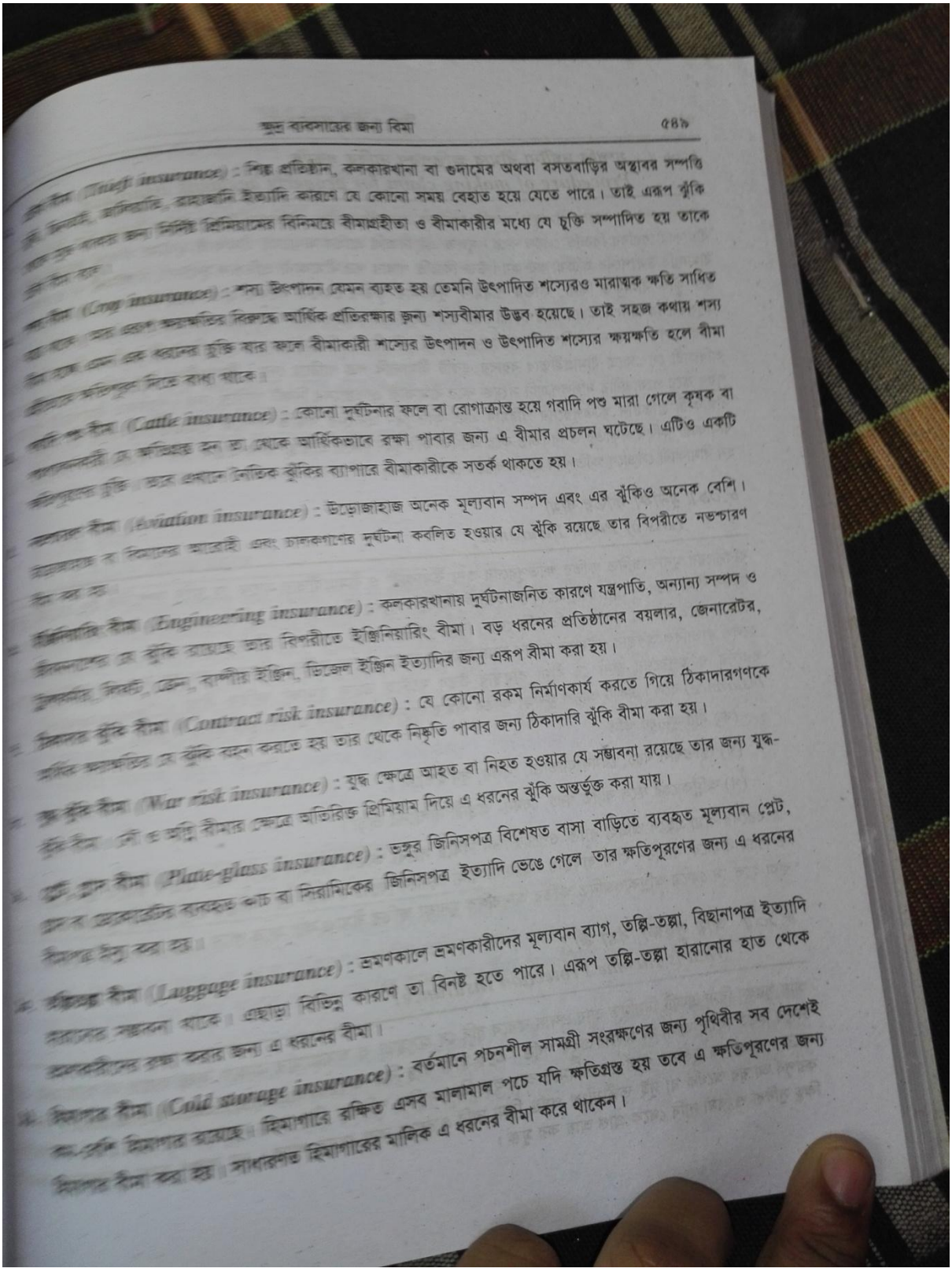



[illegible] (Theft insurance) : শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বা গুদামের অথবা বসতবাড়ির অস্থাবর সম্পত্তি [illegible] রাহাজানি ইত্যাদি কারণে যে কোনো সময় বেহাত হয়ে যেতে পারে। তাই এরূপ ঝুঁকি [illegible] প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাগ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে [illegible]

[illegible] (Crop insurance) : শস্য উৎপাদন যেমন ব্যাহত হয় তেমনি উৎপাদিত শস্যেরও মারাত্মক ক্ষতি সাধিত [illegible] আর্থিক প্রতিরক্ষার জন্য শস্যবীমার উদ্ভব হয়েছে। তাই সহজ কথায় শস্য [illegible] চুক্তি যার ফলে বীমাকারী শস্যের উৎপাদন ও উৎপাদিত শস্যের ক্ষয়ক্ষতি হলে বীমা [illegible] ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে।

[illegible] (Cattle insurance) : কোনো দুর্ঘটনার ফলে বা রোগাক্রান্ত হয়ে গবাদি পশু মারা গেলে কৃষক বা [illegible] থেকে আর্থিকভাবে রক্ষা পাবার জন্য এ বীমার প্রচলন ঘটেছে। এটিও একটি [illegible] নৈতিক ঝুঁকির ব্যাপারে বীমাকারীকে সতর্ক থাকতে হয়।

[illegible] (Aviation insurance) : উড়োজাহাজ অনেক মূল্যবান সম্পদ এবং এর ঝুঁকিও অনেক বেশি। [illegible] এবং চালকগণের দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার যে ঝুঁকি রয়েছে তার বিপরীতে নভশ্চারণ [illegible]

[illegible] (Engineering insurance) : কলকারখানায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে যন্ত্রপাতি, অন্যান্য সম্পদ ও [illegible] তার বিপরীতে ইঞ্জিনিয়ারিং বীমা। বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানের বয়লার, জেনারেটর, [illegible] ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন ইত্যাদির জন্য এরূপ বীমা করা হয়।

[illegible] (Contract risk insurance) : যে কোনো রকম নির্মাণকার্য করতে গিয়ে ঠিকাদারগণকে [illegible] তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ঠিকাদারি ঝুঁকি বীমা করা হয়।

[illegible] (War risk insurance) : যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত বা নিহত হওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে তার জন্য যুদ্ধ-[illegible] অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিয়ে এ ধরনের ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

[illegible] (Plate-glass insurance) : ভঙ্গুর জিনিসপত্র বিশেষত বাসা বাড়িতে ব্যবহৃত মূল্যবান প্লেট, [illegible] কাচ বা সিরামিকের জিনিসপত্র ইত্যাদি ভেঙে গেলে তার ক্ষতিপূরণের জন্য এ ধরনের [illegible]

[illegible] (Luggage insurance) : ভ্রমণকালে ভ্রমণকারীদের মূল্যবান ব্যাগ, তল্পি-তল্পা, বিছানাপত্র ইত্যাদি [illegible] বিভিন্ন কারণে তা বিনষ্ট হতে পারে। এরূপ তল্পি-তল্পা হারানোর হাত থেকে [illegible] এ ধরনের বীমা।

[illegible] (Cold storage insurance) : বর্তমানে পচনশীল সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীর সব দেশেই [illegible] হিমাগারে রক্ষিত এসব মালামাল পচে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে এ ক্ষতিপূরণের জন্য [illegible] হিমাগারের মালিক এ ধরনের বীমা করে থাকেন।

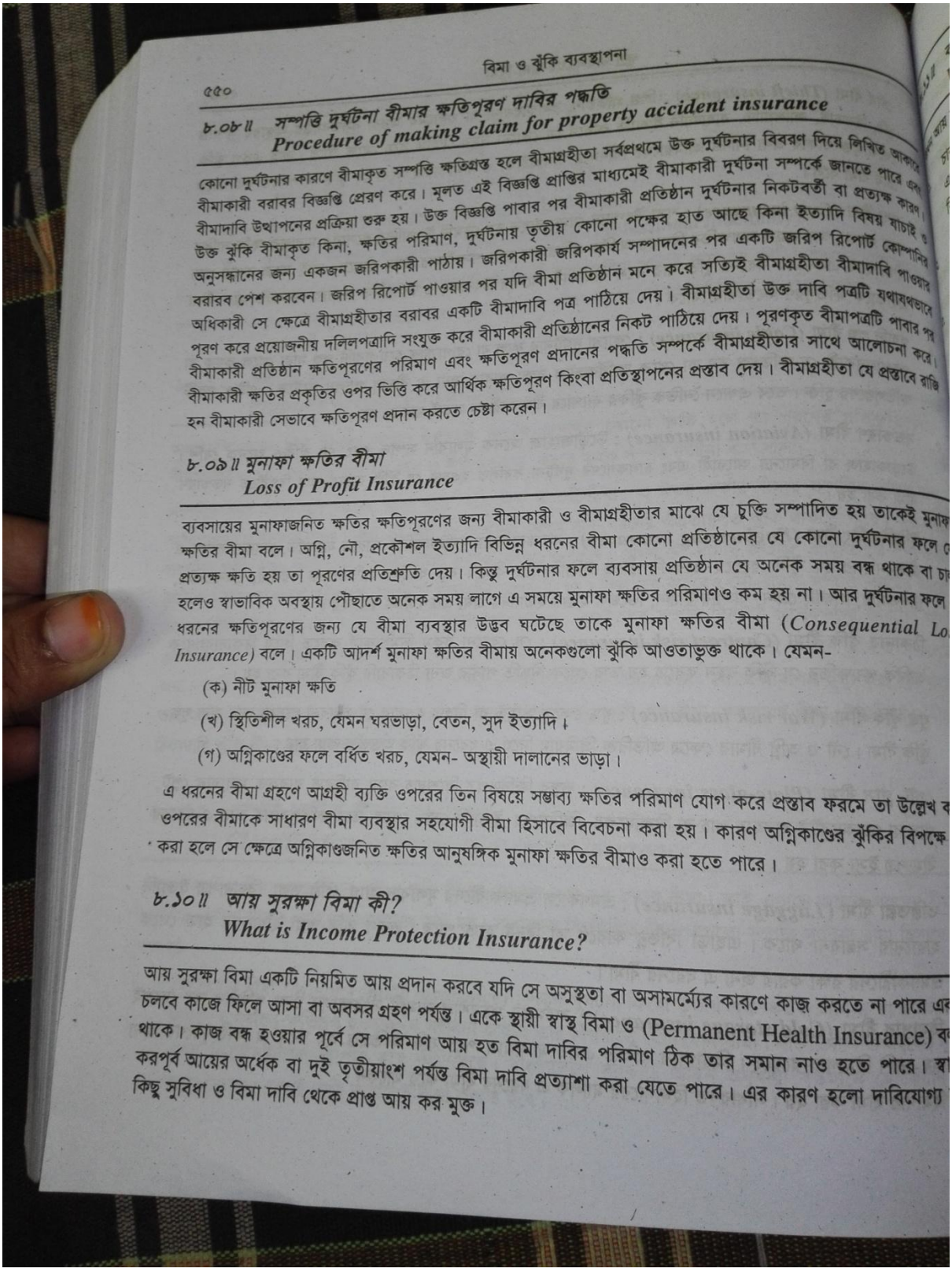



### ৮.০৮॥ সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমার ক্ষতিপূরণ দাবির পদ্ধতি
### Procedure of making claim for property accident insurance

কোনো দুর্ঘটনার কারণে বীমাকৃত সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বীমাগ্রহীতা সর্বপ্রথমে উক্ত দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখিত আকারে বীমাকারী বরাবর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করে। মূলত এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির মাধ্যমেই বীমাকারী দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারে এবং বীমাদাবি উত্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাবার পর বীমাকারী প্রতিষ্ঠান দুর্ঘটনার নিকটবর্তী বা প্রত্যক্ষ কারণ। উক্ত ঝুঁকি বীমাকৃত কিনা, ক্ষতির পরিমাণ, দুর্ঘটনায় তৃতীয় কোনো পক্ষের হাত আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় যাচাই ও অনুসন্ধানের জন্য একজন জরিপকারী পাঠায়। জরিপকারী জরিপকার্য সম্পাদনের পর একটি জরিপ রিপোর্ট কোম্পানির বরাবর পেশ করবেন। জরিপ রিপোর্ট পাওয়ার পর যদি বীমা প্রতিষ্ঠান মনে করে সত্যিই বীমাগ্রহীতা বীমাদাবি পাওয়ার অধিকারী সে ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতার বরাবর একটি বীমাদাবি পত্র পাঠিয়ে দেয়। বীমাগ্রহীতা উক্ত দাবি পত্রটি যথাযথভাবে পূরণ করে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি সংযুক্ত করে বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট পাঠিয়ে দেয়। পূরণকৃত বীমাপত্রটি পাবার পর বীমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে বীমাগ্রহীতার সাথে আলোচনা করে। বীমাকারী ক্ষতির প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ কিংবা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব দেয়। বীমাগ্রহীতা যে প্রস্তাবে রাজি হন বীমাকারী সেভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে চেষ্টা করেন।

### ৮.০৯॥ মুনাফা ক্ষতির বীমা
### Loss of Profit Insurance

ব্যবসায়ের মুনাফাজনিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণের জন্য বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মাঝে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকেই মুনাফা ক্ষতির বীমা বলে। অগ্নি, নৌ, প্রকৌশল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বীমা কোনো প্রতিষ্ঠানের যে কোনো দুর্ঘটনার ফলে প্রত্যক্ষ ক্ষতি হয় তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু দুর্ঘটনার ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে অনেক সময় বন্ধ থাকে বা চা হলেও স্বাভাবিক অবস্থায় পৌছাতে অনেক সময় লাগে এ সময়ে মুনাফা ক্ষতির পরিমাণও কম হয় না। আর দুর্ঘটনার ফলে ধরনের ক্ষতিপূরণের জন্য যে বীমা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে তাকে মুনাফা ক্ষতির বীমা (*Consequential Lo Insurance*) বলে। একটি আদর্শ মুনাফা ক্ষতির বীমায় অনেকগুলো ঝুঁকি আওতাভুক্ত থাকে। যেমন-

(ক) নীট মুনাফা ক্ষতি

(খ) স্থিতিশীল খরচ, যেমন ঘরভাড়া, বেতন, সুদ ইত্যাদি।

(গ) অগ্নিকাণ্ডের ফলে বর্ধিত খরচ, যেমন- অস্থায়ী দালানের ভাড়া।

এ ধরনের বীমা গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি ওপরের তিন বিষয়ে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ যোগ করে প্রস্তাব ফরমে তা উল্লেখ ক ওপরের বীমাকে সাধারণ বীমা ব্যবস্থার সহযোগী বীমা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকির বিপক্ষে করা হলে সে ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডজনিত ক্ষতির আনুষঙ্গিক মুনাফা ক্ষতির বীমাও করা হতে পারে।

### ৮.১০॥ আয় সুরক্ষা বিমা কী?
### What is Income Protection Insurance?

আয় সুরক্ষা বিমা একটি নিয়মিত আয় প্রদান করবে যদি সে অসুস্থতা বা অসামর্থ্যের কারণে কাজ করতে না পারে এ চলবে কাজে ফিলে আসা বা অবসর গ্রহণ পর্যন্ত। একে স্থায়ী স্বাস্থ বিমা ও (Permanent Health Insurance) ব থাকে। কাজ বন্ধ হওয়ার পূর্বে সে পরিমাণ আয় হত বিমা দাবির পরিমাণ ঠিক তার সমান নাও হতে পারে। স্বা করপূর্ব আয়ের অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিমা দাবি প্রত্যাশা করা যেতে পারে। এর কারণ হলো দাবিযোগ্য কিছু সুবিধা ও বিমা দাবি থেকে প্রাপ্ত আয় কর মুক্ত।

Jewel's Care Life is for motto lesson

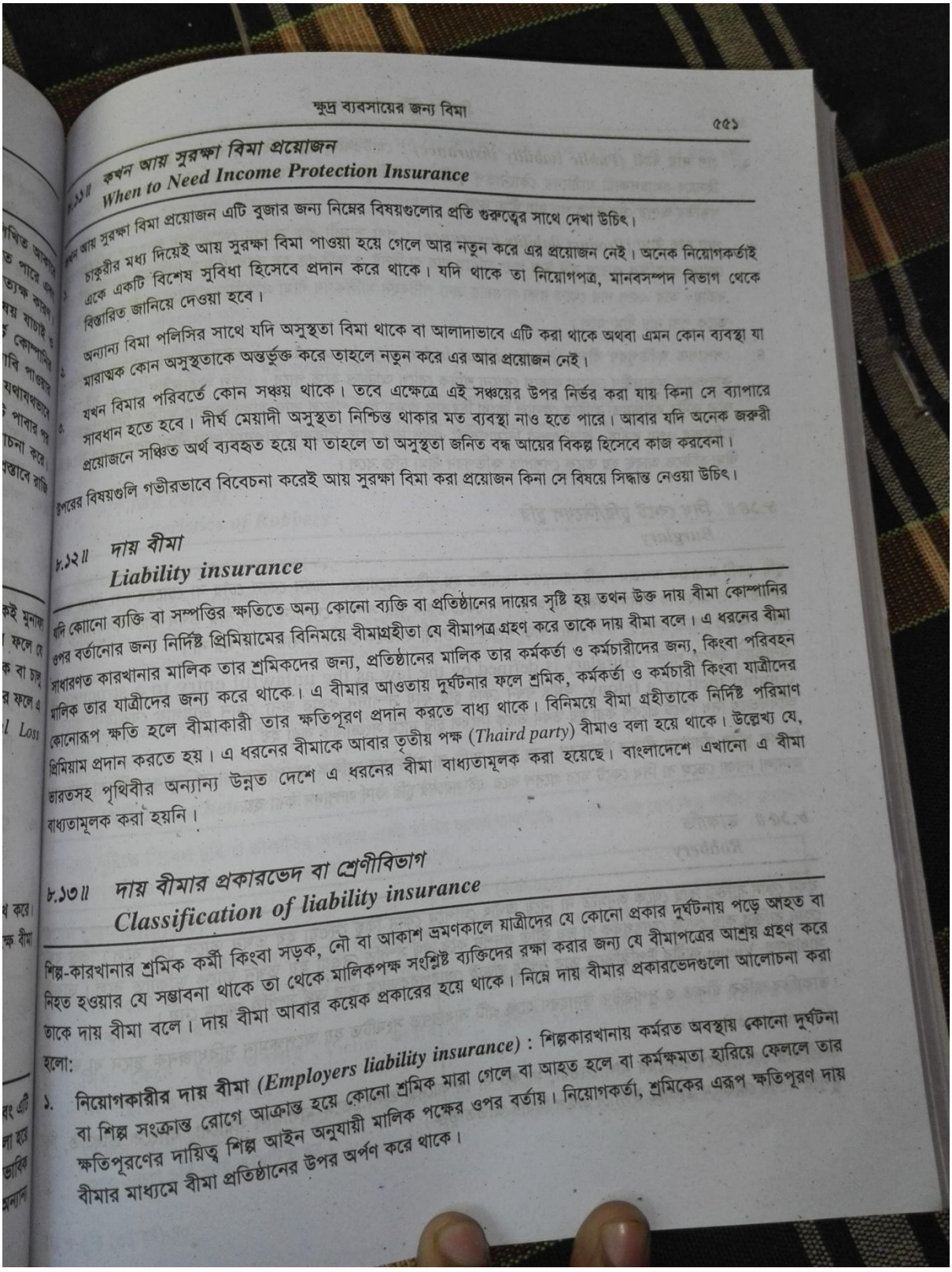



## ৮.১১॥ কখন আয় সুরক্ষা বিমা প্রয়োজন
## When to Need Income Protection Insurance

কখন আয় সুরক্ষা বিমা প্রয়োজন এটি বুজার জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বের সাথে দেখা উচিৎ।

চাকুরীর মধ্য দিয়েই আয় সুরক্ষা বিমা পাওয়া হয়ে গেলে আর নতুন করে এর প্রয়োজন নেই। অনেক নিয়োগকর্তাই একে একটি বিশেষ সুবিধা হিসেবে প্রদান করে থাকে। যদি থাকে তা নিয়োগপত্র, মানবসম্পদ বিভাগ থেকে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে।

অন্যান্য বিমা পলিসির সাথে যদি অসুস্থতা বিমা থাকে বা আলাদাভাবে এটি করা থাকে অথবা এমন কোন ব্যবস্থা যা মারাত্মক কোন অসুস্থতাকে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে নতুন করে এর আর প্রয়োজন নেই।

যখন বিমার পরিবর্তে কোন সঞ্চয় থাকে। তবে এক্ষেত্রে এই সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করা যায় কিনা সে ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী অসুস্থতা নিশ্চিন্ত থাকার মত ব্যবস্থা নাও হতে পারে। আবার যদি অনেক জরুরী প্রয়োজনে সঞ্চিত অর্থ ব্যবহৃত হয়ে যা তাহলে তা অসুস্থতা জনিত বন্ধ আয়ের বিকল্প হিসেবে কাজ করবেনা।

উপরের বিষয়গুলি গভীরভাবে বিবেচনা করেই আয় সুরক্ষা বিমা করা প্রয়োজন কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ।

## ৮.১২॥ দায় বীমা
## Liability insurance

যদি কোনো ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়ের সৃষ্টি হয় তখন উক্ত দায় বীমা কোম্পানির ওপর বর্তানোর জন্য নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাগ্রহীতা যে বীমাপত্র গ্রহণ করে তাকে দায় বীমা বলে। এ ধরনের বীমা সাধারণত কারখানার মালিক তার শ্রমিকদের জন্য, প্রতিষ্ঠানের মালিক তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য, কিংবা পরিবহন মালিক তার যাত্রীদের জন্য করে থাকে। এ বীমার আওতায় দুর্ঘটনার ফলে শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কিংবা যাত্রীদের কোনোরূপ ক্ষতি হলে বীমাকারী তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকে। বিনিময়ে বীমা গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। এ ধরনের বীমাকে আবার তৃতীয় পক্ষ (*Thaird party*) বীমাও বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, ভারতসহ পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে এ ধরনের বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখানো এ বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

## ৮.১৩॥ দায় বীমার প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ
## Classification of liability insurance

শিল্প-কারখানার শ্রমিক কর্মী কিংবা সড়ক, নৌ বা আকাশ ভ্রমণকালে যাত্রীদের যে কোনো প্রকার দুর্ঘটনায় পড়ে আহত বা নিহত হওয়ার যে সম্ভাবনা থাকে তা থেকে মালিকপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য যে বীমাপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে দায় বীমা বলে। দায় বীমা আবার কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। নিম্নে দায় বীমার প্রকারভেদগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **নিয়োগকারীর দায় বীমা (*Employers liability insurance*)** : শিল্পকারখানায় কর্মরত অবস্থায় কোনো দুর্ঘটনা বা শিল্প সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে কোনো শ্রমিক মারা গেলে বা আহত হলে বা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব শিল্প আইন অনুযায়ী মালিক পক্ষের ওপর বর্তায়। নিয়োগকর্তা, শ্রমিকের এরূপ ক্ষতিপূরণ দায় বীমার মাধ্যমে বীমা প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করে থাকে।

**Jewel's Care** Life is for motto lesson



২. গণ দায় বীমা (*Public liability insurance*) : মোটরযান, ট্রেন, বিমান, জলযান ইত্যাদি যানবাহনে হিসাবে চলাচলকারী যাত্রীদের কোনোরূপ দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের জন্য যানবাহনের মালিকপক্ষ এক ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় নেয় যাকে গণ দায় বীমা বলে।

৩. পণ্য দায় বীমা (*Product liability insurance*) : পণ্য সামগ্রী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবহনে কোনো আকস্মিক কারণে যদি উক্ত পণ্য হারিয়ে যায় বা বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে ঐ দায় পরিবহন কোম্পানির বর্তায়। আর এরূপ দায় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিবহন মালিকগণ বীমা প্রতিষ্ঠানের সাথে যে বীমাপত্র গ্রহণ করে তাকে পণ্য দায় বীমা বলে।

৪. পেশাগত ক্ষতিপূরণ বীমা (*Professional indemnity insurance*) : কলকারখানায় দায়িত্ব পালনকালে কারখানার অভ্যন্তরীণ কোনো কারণে কোনো শ্রমিক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এরূপ অভ্যন্তরীণ কারণে সৃষ্ট রোগের ফলে কর্মীর কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে কিংবা চিরতরে অক্ষম হয়ে পড়লে তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিয়োগকর্তা মালিকের ওপর বর্তায়। আর এজন্য নিয়োগকর্তা এরূপ দায় হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বীমা কোম্পানির সাথে যে বীমা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকে পেশাগত ক্ষতিপূরণ বীমা চুক্তি বলে।

## ৮.১৪ ॥ *সিধ কেটে চুরি/সিধেল চুরি*
## ***Burglary***

চুরি একটি মারাত্মক অপরাধ। এটি সাধারণত সংঘটিত হয় দৃষ্টিত অগোচরে। যখন কোন চোর বা চোরের দল কোন বাড়ি, প্রতিষ্ঠান বা অফিসের জানালা দরজা ভেঙ্গে বা সিধ কেটে কোন অর্থ সম্পত্তি গোপনে নিয়ে যায় তখন তাকে সিধ কেটে চুরি বলে। এরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ ছাড়া সাধারণত দোষী ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় না।

অন্যভাবে বলতে পারি - Burglary is defined by the law as the unlawful entry to a structure to commit theft or a felony. অর্থাৎ যখন কোন চুরি কার্য সম্পাদন করার জন্য কোন জায়গায় বেআইনী ভাবে অবৈধভাবে সিধ কেটে প্রবেশ করা হয় তখন তাকে সিধেল চুরি নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

সিধেল চুরির সবচেয়ে স্বীকৃত উদাহরণ হচ্ছে যখন বাড়ি বা অফিসের মালিক অনুপস্থিত থাকে তখন বাড়ি বা অফিসের জানালা দরজা ভেঙ্গে বা সিধ কেটে ঘরে প্রবেশ করে এই ধরনের চুরি কার্য সম্পাদন করা হয়।

## ৮.১৫ ॥ *ডাকাতি*
## ***Robbery***

যখন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে অর্থাৎ গোপনে কোন কিছু নেওয়া হয় তখন তাকে চুরি বলে। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে জোরপূর্বক বা ভয় ভীতি প্রদর্শন করে অর্থ সম্পত্তি নেওয়া হয় তখন তাকে ডাকাতি বলে। ডাকাত সাধারণত Victim কারীর উপস্থিতিতে তার সম্মতি ছাড়াই জোরপূর্বকভাবে তার অর্থ সম্পত্তি কেড়ে নেয়।

ডাকাতির অধিক স্বীকৃত ও সুপরিচিত উদাহরণ হচ্ছে এটি সাধারণত সংঘটিত হয় অপেক্ষমান সুবিধাজনক স্থানে বা জায়গায় (Conrenience Store)।

প্রহরীদের বেধে রেখে গুদামের মাল নেওয়া, মার্কেট বা দোকানের তালা ভেঙ্গে মালামাল সরানো, ব্যাংকে ডাকাতি, দিন দুপুরে স্বর্ণের দোকানে ডাকাতি ইত্যাদি এরূপ বিমার আততাভুক্ত।

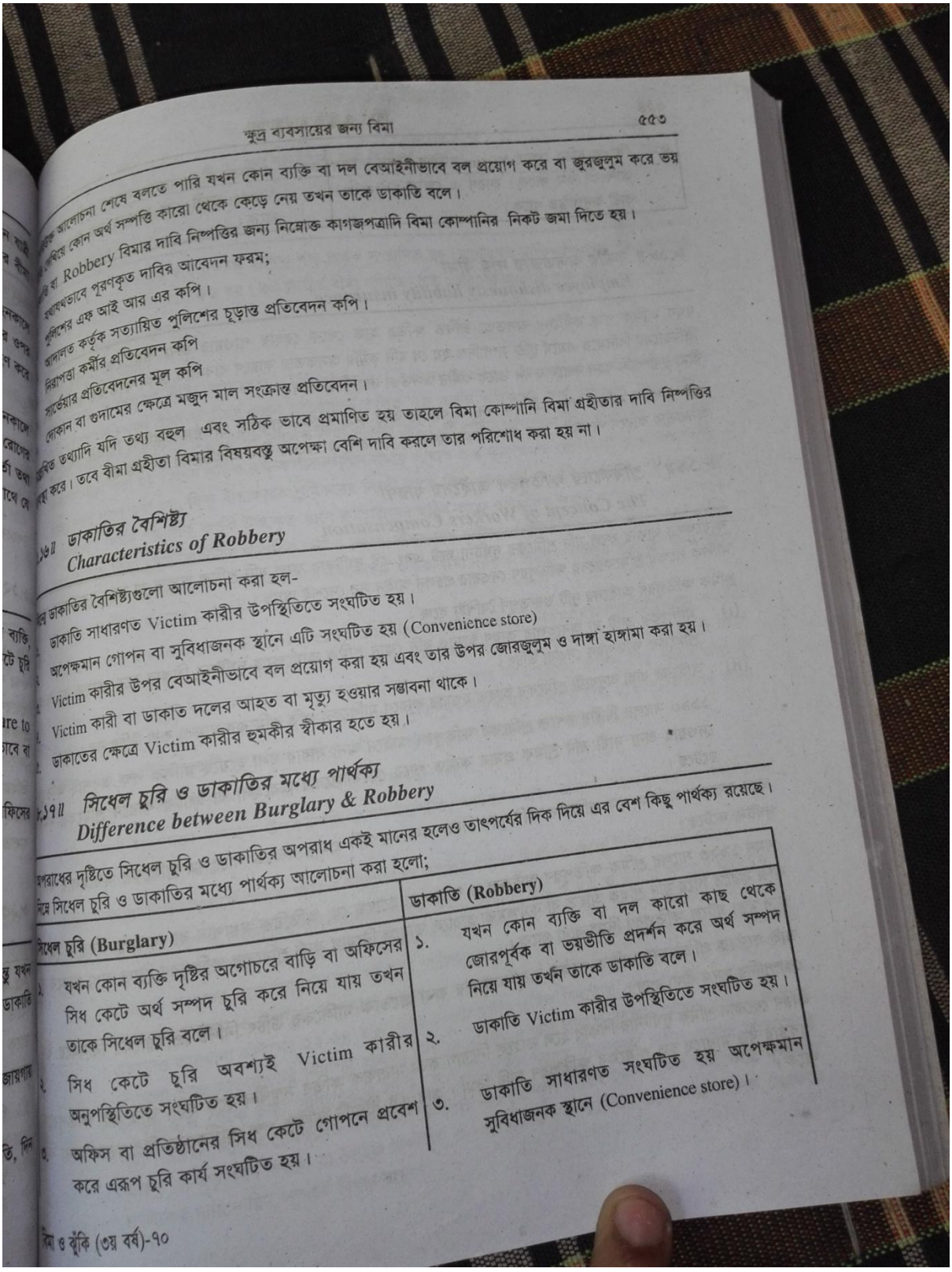

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য বিমা ৫৫৩

আলোচনা শেষে বলতে পারি যখন কোন ব্যক্তি বা দল বেআইনীভাবে বল প্রয়োগ করে বা জুরজুলুম করে ভয় দেখিয়ে কোন অর্থ সম্পত্তি কারো থেকে কেড়ে নেয় তখন তাকে ডাকাতি বলে।

বা Robbery বিমার দাবি নিষ্পত্তির জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি বিমা কোম্পানির নিকট জমা দিতে হয়।

যথাযথভাবে পূরণকৃত দাবির আবেদন ফরম;
পুলিশের এফ আই আর এর কপি।
আদালত কর্তৃক সত্যায়িত পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন কপি।
নিরাপত্তা কর্মীর প্রতিবেদন কপি
সার্ভেয়ার প্রতিবেদনের মূল কপি
দোকান বা গুদামের ক্ষেত্রে মজুদ মাল সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

উপরিউক্ত তথ্যাদি যদি তথ্য বহুল এবং সঠিক ভাবে প্রমাণিত হয় তাহলে বিমা কোম্পানি বিমা গ্রহীতার দাবি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। তবে বীমা গ্রহীতা বিমার বিষয়বস্তু অপেক্ষা বেশি দাবি করলে তার পরিশোধ করা হয় না।

## ১৬॥ ডাকাতির বৈশিষ্ট্য
## Characteristics of Robbery

নিম্নে ডাকাতির বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হল-

1. ডাকাতি সাধারণত Victim কারীর উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়।
2. অপেক্ষমান গোপন বা সুবিধাজনক স্থানে এটি সংঘটিত হয় (Convenience store)
3. Victim কারীর উপর বেআইনীভাবে বল প্রয়োগ করা হয় এবং তার উপর জোরজুলুম ও দাঙ্গা হাঙ্গামা করা হয়।
4. Victim কারী বা ডাকাত দলের আহত বা মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
5. ডাকাতের ক্ষেত্রে Victim কারীর হুমকীর স্বীকার হতে হয়।

## ১৭॥ সিধেল চুরি ও ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য
## Difference between Burglary & Robbery

অপরাধের দৃষ্টিতে সিধেল চুরি ও ডাকাতির অপরাধ একই মানের হলেও তাৎপর্যের দিক দিয়ে এর বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে সিধেল চুরি ও ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো;

| সিধেল চুরি (Burglary) | ডাকাতি (Robbery) |
|---|---|
| ১. যখন কোন ব্যক্তি দৃষ্টির অগোচরে বাড়ি বা অফিসের সিধ কেটে অর্থ সম্পদ চুরি করে নিয়ে যায় তখন তাকে সিধেল চুরি বলে। | ১. যখন কোন ব্যক্তি বা দল কারো কাছ থেকে জোরপূর্বক বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে অর্থ সম্পদ নিয়ে যায় তখন তাকে ডাকাতি বলে। |
| ২. সিধ কেটে চুরি অবশ্যই Victim কারীর অনুপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। | ২. ডাকাতি Victim কারীর উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। |
| ৩. অফিস বা প্রতিষ্ঠানের সিধ কেটে গোপনে প্রবেশ করে এরূপ চুরি কার্য সংঘটিত হয়। | ৩. ডাকাতি সাধারণত সংঘটিত হয় অপেক্ষমান সুবিধাজনক স্থানে (Convenience store)। |

বীমা ও ঝুঁকি (৩য় বর্ষ)-৭০

Jewel's Care Life is for motto lesson



| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪. | সিধেল চুরির ক্ষেত্রে Victim ব্যক্তির জীবন নাসের আশংকা কম থাকে। কারণ এ ক্ষেত্রে (Victim) কারী অনুপস্থিত থাকে। | ৪. | এ ক্ষেত্রে জীবন নাসের আশংকা বেশি থাকে। Victim কারী এবং ডাকাত দল উভয়ই থাকে। |

## ৮.১৮ ॥ কর্মীর অসততার দায় বীমা
## *Employee dishonesty liability insurance*

যখন মালিক পক্ষ কর্মীদের অসততা জনিত ক্ষতির হাত থেকে রেহায় পাওয়ার জন্য বীমা কোম্পানির সাথে প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এমর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে যদি কর্মীর অসততার কারণে ব্যবসায়ে কোন ক্ষতি হয় তাহলে বীমা কোম্পানি বহন করবে তখন তাকে কর্মীর অসততা দায় বীমা বলে।

এটি সাধারণ মালিক পক্ষ কর্মীদের জন্য এ ধরনের বীমা করে থাকে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের অসততার কারণে ব্যবসায়ে যেন কোন প্রকার ক্ষতি না হয় তাই এ ধরনের বীমা প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়।

## ৮.১৯ ॥ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ধারণা
## *The Concept of Workers Compensation*

কার্যক্ষেত্রে থাকার ফলে যদি শ্রমিকের দুর্ঘটনা ঘটে এবং এই দুর্ঘটনার ফলে যদি শ্রমিক আহত বা মৃত্যু বরণ করে তাহলে মালিক পক্ষের শ্রমিকেরদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রচলন আইন সব দেশেই আছে।

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

(i) মালিকের ত্রুটি বা অবহেলার কারণ ছাড়াও যদি কোন শ্রমিক কার্যক্ষেত্রে দুর্ঘটনর শিকার হয়ে আহত হয় তাহলে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিৎ।

(ii) আইনের ধারা অনুযায়ী শ্রমিকের আহত হওয়ার কারণে মালিকের প্রতি শ্রমিকের মামলা করা উচিৎ নয়।

১৯৯০ সালের দ্বিতীয় দশকে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আইনে অন্য ধারায় বলা হয়েছে মালিক পক্ষ অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দায়ী যদি শ্রমিক প্রমান করতে পারে যে মালিকের অবহেলা বা ত্রুটির কারণে শ্রমিকের দুর্ঘটনা ঘটেছে।

তবে সবসময় মালিক পক্ষ শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয় যদি প্রমাণ করতে পারে যে শ্রমিকের অবহেলার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে।

যেমন ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের ৩ ধারা বলা হয়েছে যে, অতিরিক্ত মধ্যপান বা নেশগ্রস্থ অবস্থায় মেশিনে কাজ করতে গিয়ে যদি শ্রমিক আহত বা কর্মক্ষমতা হারালে তাহলে নিয়োগ কর্তা শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন না তবে মৃত্যু ঘটলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে।

তাই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষের দায় কমানোর জন্য প্রত্যেক মালিকের উচিৎ নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমা কোম্পানির সাথে বীমা করা।

কারণ যেকোন শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হলে তাহলে নিয়োগ কর্তা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আর এই ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার বড় মাধ্যমে হল শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ দায়ি বিমা। আর এই বীমাটি মালিক পক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য করে থাকে।

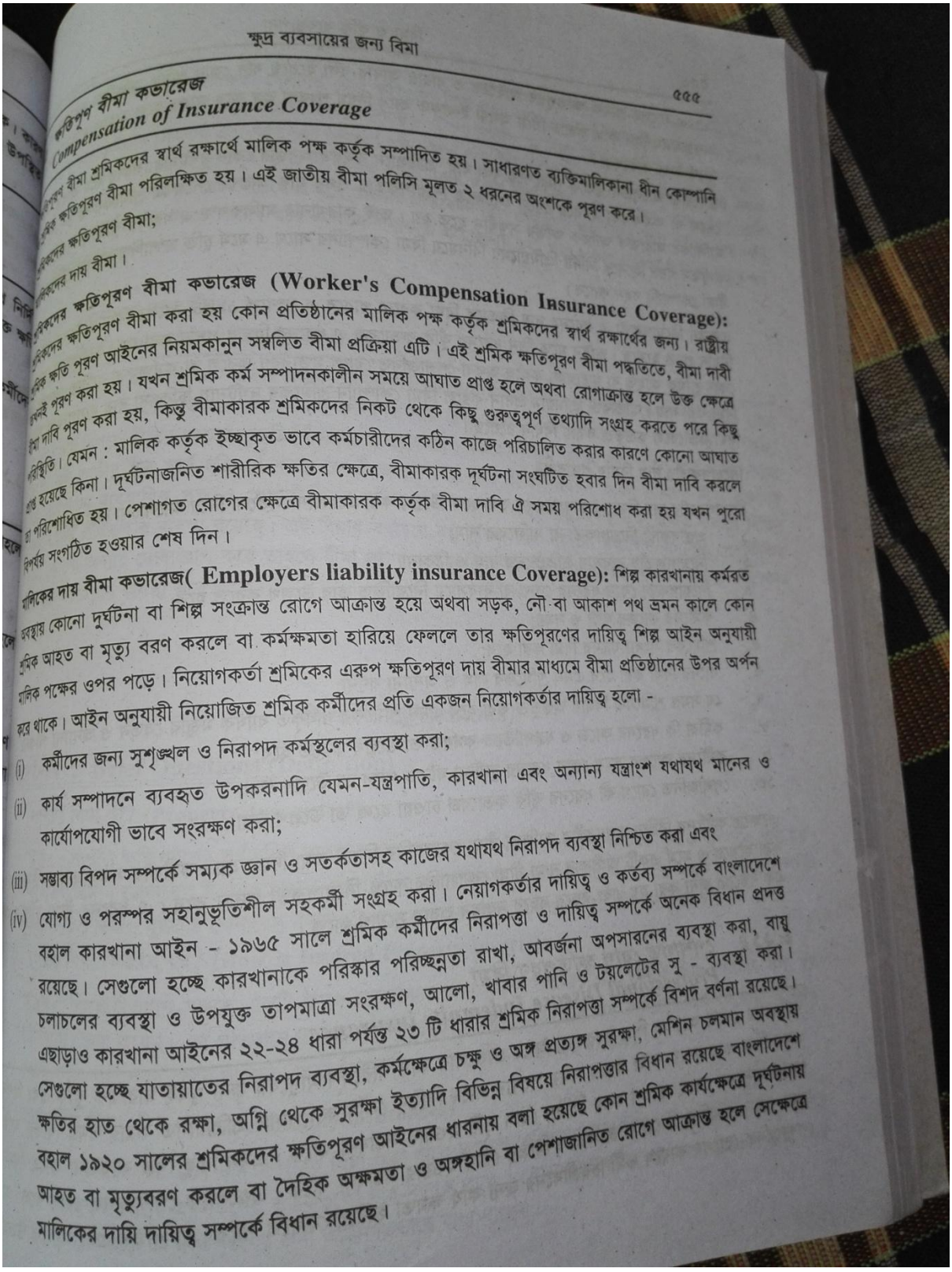

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য বিমা

ক্ষতিপূরণ বীমা কভারেজ
Compensation of Insurance Coverage

৫৫৫

ক্ষতিপূরণ বীমা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে মালিক পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। সাধারণত ব্যক্তিমালিকানা ধীন কোম্পানি ক্ষতিপূরণ বীমা পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় বীমা পলিসি মূলত ২ ধরনের অংশকে পূরণ করে।

ক্ষতিপূরণ বীমা;

দায় বীমা।

**শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বীমা কভারেজ (Worker's Compensation Insurance Coverage):** শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বীমা করা হয় কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থের জন্য। রাষ্ট্রীয় শ্রমিক ক্ষতি পূরণ আইনের নিয়মকানুন সম্বলিত বীমা প্রক্রিয়া এটি। এই শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বীমা পদ্ধতিতে, বীমা দাবী তাৎক্ষণিক পূরণ করা হয়। যখন শ্রমিক কর্ম সম্পাদনকালীন সময়ে আঘাত প্রাপ্ত হলে অথবা রোগাক্রান্ত হলে উক্ত ক্ষেত্রে বীমা দাবি পূরণ করা হয়, কিন্তু বীমাকারক শ্রমিকদের নিকট থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পরে কিছু পরিস্থিতি। যেমন : মালিক কর্তৃক ইচ্ছাকৃত ভাবে কর্মচারীদের কঠিন কাজে পরিচালিত করার কারণে কোনো আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে কিনা। দূর্ঘটনাজনিত শারীরিক ক্ষতির ক্ষেত্রে, বীমাকারক দূর্ঘটনা সংঘটিত হবার দিন বীমা দাবি করলে তা পরিশোধিত হয়। পেশাগত রোগের ক্ষেত্রে বীমাকারক কর্তৃক বীমা দাবি ঐ সময় পরিশোধ করা হয় যখন পুরো বিষয় সংগঠিত হওয়ার শেষ দিন।

**মালিকের দায় বীমা কভারেজ( Employers liability insurance Coverage):** শিল্প কারখানায় কর্মরত অবস্থায় কোনো দুর্ঘটনা বা শিল্প সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে অথবা সড়ক, নৌ বা আকাশ পথ ভ্রমন কালে কোন শ্রমিক আহত বা মৃত্যু বরণ করলে বা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব শিল্প আইন অনুযায়ী মালিক পক্ষের ওপর পড়ে। নিয়োগকর্তা শ্রমিকের এরুপ ক্ষতিপূরণ দায় বীমার মাধ্যমে বীমা প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পন করে থাকে। আইন অনুযায়ী নিয়োজিত শ্রমিক কর্মীদের প্রতি একজন নিয়োগকর্তার দায়িত্ব হলো -

(i) কর্মীদের জন্য সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ কর্মস্থলের ব্যবস্থা করা;

(ii) কার্য সম্পাদনে ব্যবহৃত উপকরনাদি যেমন-যন্ত্রপাতি, কারখানা এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ যথাযথ মানের ও কার্যোপযোগী ভাবে সংরক্ষণ করা;

(iii) সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও সতর্কতাসহ কাজের যথাযথ নিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং

(iv) যোগ্য ও পরস্পর সহানুভূতিশীল সহকর্মী সংগ্রহ করা। নেয়াগকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বাংলাদেশে বহাল কারখানা আইন - ১৯৬৫ সালে শ্রমিক কর্মীদের নিরাপত্তা ও দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক বিধান প্রদত্ত রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে কারখানাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা, আবর্জনা অপসারনের ব্যবস্থা করা, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ও উপযুক্ত তাপমাত্রা সংরক্ষণ, আলো, খাবার পানি ও টয়লেটের সু - ব্যবস্থা করা। এছাড়াও কারখানা আইনের ২২-২৪ ধারা পর্যন্ত ২৩ টি ধারার শ্রমিক নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে যাতায়াতের নিরাপদ ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রে চক্ষু ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুরক্ষা, মেশিন চলমান অবস্থায় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা, অগ্নি থেকে সুরক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নিরাপত্তার বিধান রয়েছে বাংলাদেশে বহাল ১৯২০ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ধারনায় বলা হয়েছে কোন শ্রমিক কার্যক্ষেত্রে দূর্ঘটনায় আহত বা মৃত্যুবরণ করলে বা দৈহিক অক্ষমতা ও অঙ্গহানি বা পেশাজানিত রোগে আক্রান্ত হলে সেক্ষেত্রে মালিকের দায়ি দায়িত্ব সম্পর্কে বিধান রয়েছে।

Jewel's Care Life is for motto lesson



১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের ৩ ধারায় আবার বলা হয়েছে যদি কোন শ্রমিক অতিরিক্ত মধ্যপান বা অবস্থায় মেশীনে কাজ করতে গিয়ে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আহত হলে তাহলে মালিক পক্ষ দিতে বাধ্য থাকবেনা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিশেষে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থার কোন দূর্ঘটনার শিকার হয়ে আহত, গেলে বা কর্মক্ষমতা হারিয়ে গেলে সেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার ওপর দায় আসে। সেক্ষেত্রে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ মালিকের মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই কারখানার মালিকপক্ষ এ ধরণের ঝুঁকি বা দায়কে অন্যতম খরচ হিসেবে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমা কোম্পানির সাথে এ মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে শ্রমিকের বীমা কোম্পানি বহন করবে।

একজন নিয়োগকর্তা এ ধরনের দায় কিভাবে বিমা করতে পারবে এ সম্পর্কে ১৯৩৮ সালের বিমা আইনের ৫৪ ধারায় বিধান প্রদত্ত হয়েছে। আইন মতে তিন ধরনের ঝুঁকি কভারেজ এ ধরনের বিমায় প্রদান করা হয়। কার্যক্ষেত্রে কোন শ্রমিক আহত বা মৃত্যুবরণ করলে অথবা পেশাজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করলে বা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তার বিমা করা যায়। অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদান করলে বিমা কোম্পানি শ্রমিকের দুর্ঘটনায় চিকিৎসা ব্যয় হাসপাতাল খরচ ইত্যাদি বিমা কভারেজে অন্তভুক্ত করায় বিধান রয়েছে।

**নিয়োগকর্তার দায় বিমার প্রস্তাবপত্র**

নিয়োগকর্তার দায় বিমার প্রস্তাবপত্রে যে তথ্যগুলো উল্লেখ করা প্রয়োজন সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. প্রস্তাবকারী নিয়োগকর্তা বা মালিকের নাম;
২. নিয়োগকর্তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা;
৩. নিয়োগকর্তা কোন ধরনের পেশা বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত তার উল্লেখ করতে হবে;
৪. কর্মীদের কাজের ঘণ্টা ও সময়;
৫. শ্রমিকের সংখ্যা যাদের বিমা করা হবে;
৬. যাদের বিমা করা হবে এমন শ্রমিকের নাম ও অন্যান্য বর্ণনা;
৭. যে সমস্ত শ্রমিকের বিমায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে এমন শ্রমিকের ধার্যকৃত বার্ষিক মজুরি বেতন ও অন্যান্য পাওনা;
৮. কর্মীরা কি ধরনের কাজে ও যন্ত্রপাতিতে কর্মরত তা উল্লেখ করতে হবে;
৯. কর্মীদের কাজের সময় কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তা উল্লেখ করা;
১০. পেশাজনিত রোগে কী ধরনের ঝুঁকি কভারেজ চাওয়া হচ্ছে তা উল্লেখ করা।

এক্ষেত্রে কর্মীদের বিভিন্ন তথ্যাবলীর তালিকা বীমা কোম্পানির নিকট জমা দিতে হয়। কর্মীদের সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে এ মর্মে একটি অঙ্গীকার নামা বীমা কোম্পানির কাছে নিয়োগকর্তা প্রদান করে। এ ধরনের বীমা চুক্তি সাধারণত এক বছরের জন্য করা হয় এবং বছরে বছরে নবায়ন করার সুযোগ থাকে।

## ৮.২১॥ *পেশাগত রোগ ক্ষতিপূরণ বিমা*
## *Professional Disease Indemnity insurance*

আমাদের দেশে আনেক শিল্প কারখানা আছে যেগুলোর কার্য পরিবেশ মানুষের জন্য খুবই মারাত্মক ঝুঁকি এবং বিপদাপন্ন। এমন শিল্প কারখানায় কাজ করার সময় পণ্যের সাথে বিভিন্ন কেমিকেল,পদার্থ প্রক্রিয়াগত করার সময় বিভিন্ন ক্ষতিকারক পদার্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমন কিছু শিল্প কারখানা আছে যেমন পাট, তুলা, বয়ন ও খনিজ শিল্পে কাজ করলে বিভিন্ন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এগুলোকে পেশাজনিত রোগ বলে। আর এই পেশাজনিত রোগের কারণে কর্মী চিরজীবনের জন্য কার্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। যা শ্রমিক এবং মালিক উভয়ই

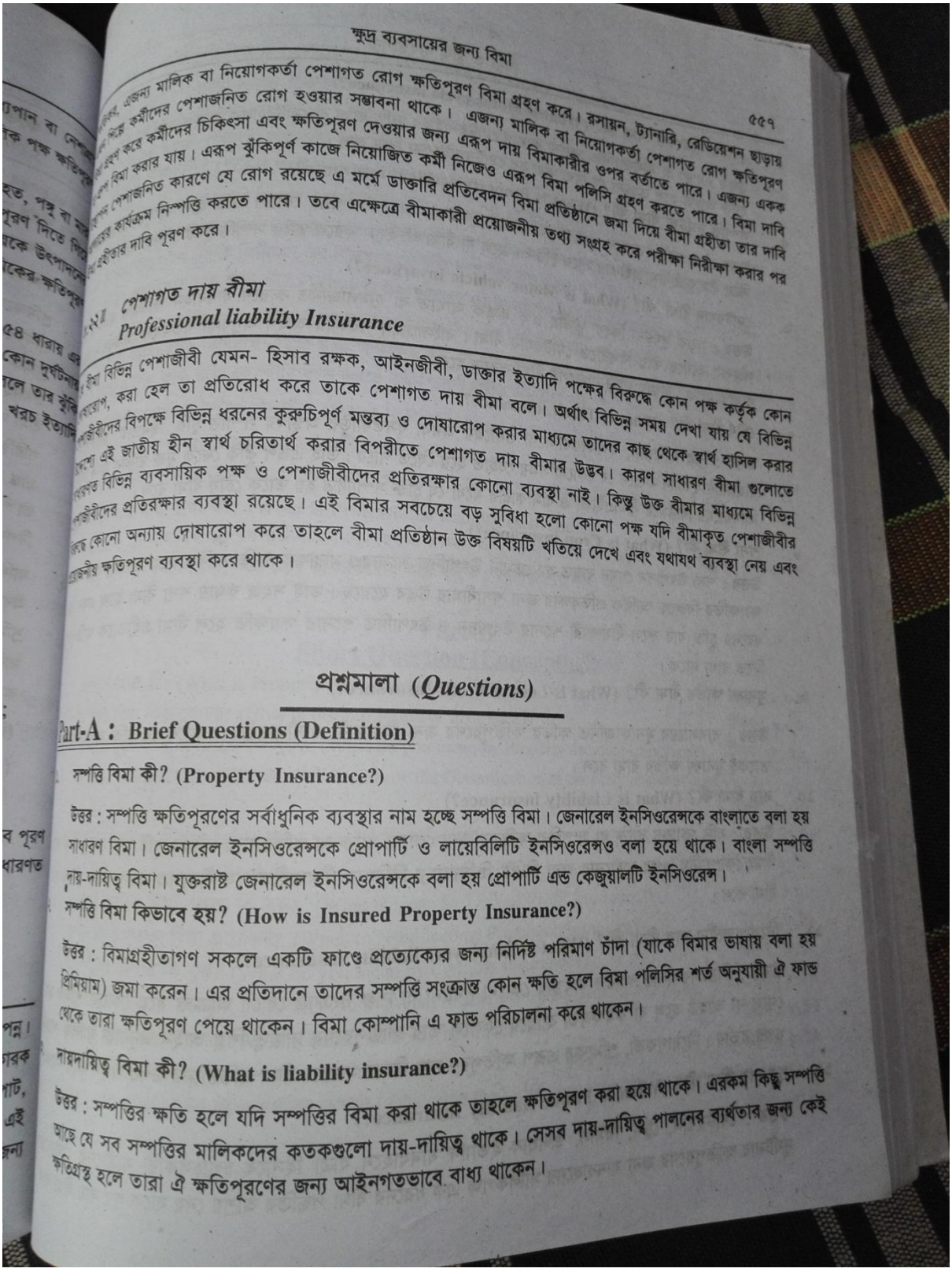

এজন্য মালিক বা নিয়োগকর্তা পেশাগত রোগ ক্ষতিপূরণ বিমা গ্রহণ করে। রসায়ন, ট্যানারি, রেডিয়েশন ছাড়ায় শিল্পের কর্মীদের পেশাজনিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য মালিক বা নিয়োগকর্তা পেশাগত রোগ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে কর্মীদের চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এরূপ দায় বিমাকারীর ওপর বর্তাতে পারে। এজন্য একক বিমা করার যায়। এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত কর্মী নিজেও এরূপ বিমা পলিসি গ্রহণ করতে পারে। বিমা দাবি পেশাজনিত কারণে যে রোগ রয়েছে এ মর্মে ডাক্তারি প্রতিবেদন বিমা প্রতিষ্ঠানে জমা দিয়ে বীমা গ্রহীতা তার দাবি কার্যক্রম নিষ্পত্তি করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বীমাকারী প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গ্রহীতার দাবি পূরণ করে।

### *পেশাগত দায় বীমা*
### *Professional liability Insurance*

বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন- হিসাব রক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার ইত্যাদি পক্ষের বিরুদ্ধে কোন পক্ষ কর্তৃক কোন অভিযোগ, করা হেল তা প্রতিরোধ করে তাকে পেশাগত দায় বীমা বলে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন পেশাজীবীদের বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ও দোষারোপ করার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে স্বার্থ হাসিল করার এই জাতীয় হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার বিপরীতে পেশাগত দায় বীমার উদ্ভব। কারণ সাধারণ বীমা গুলোতে বিভিন্ন ব্যবসায়িক পক্ষ ও পেশাজীবীদের প্রতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নাই। কিন্তু উক্ত বীমার মাধ্যমে বিভিন্ন পেশাজীবীদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিমার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো কোনো পক্ষ যদি বীমাকৃত পেশাজীবীর কোনো অন্যায় দোষারোপ করে তাহলে বীমা প্রতিষ্ঠান উক্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা করে থাকে।

## প্রশ্নমালা (*Questions*)

### Part-A : Brief Questions (Definition)

**সম্পত্তি বিমা কী? (Property Insurance?)**

উত্তর : সম্পত্তি ক্ষতিপূরণের সর্বাধুনিক ব্যবস্থার নাম হচ্ছে সম্পত্তি বিমা। জেনারেল ইনসিওরেন্সকে বাংলাতে বলা হয় সাধারণ বিমা। জেনারেল ইনসিওরেন্সকে প্রোপার্টি ও লায়েবিলিটি ইনসিওরেন্সও বলা হয়ে থাকে। বাংলা সম্পত্তি দায়-দায়িত্ব বিমা। যুক্তরাষ্ট্র জেনারেল ইনসিওরেন্সকে বলা হয় প্রোপার্টি এন্ড কেজুয়ালটি ইনসিওরেন্স।

**সম্পত্তি বিমা কিভাবে হয়? (How is Insured Property Insurance?)**

উত্তর : বিমাগ্রহীতাগণ সকলে একটি ফাণ্ডে প্রত্যেক্যের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা (যাকে বিমার ভাষায় বলা হয় প্রিমিয়াম) জমা করেন। এর প্রতিদানে তাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন ক্ষতি হলে বিমা পলিসির শর্ত অনুযায়ী ঐ ফান্ড থেকে তারা ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন। বিমা কোম্পানি এ ফান্ড পরিচালনা করে থাকেন।

**দায়দায়িত্ব বিমা কী? (What is liability insurance?)**

উত্তর : সম্পত্তির ক্ষতি হলে যদি সম্পত্তির বিমা করা থাকে তাহলে ক্ষতিপূরণ করা হয়ে থাকে। এরকম কিছু সম্পত্তি আছে যে সব সম্পত্তির মালিকদের কতকগুলো দায়-দায়িত্ব থাকে। সেসব দায়-দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার জন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হলে তারা ঐ ক্ষতিপূরণের জন্য আইনগতভাবে বাধ্য থাকেন।

৪. **মোটর সাইকেল বিমা কী? (What is Motor cycle insurance?)**

**উত্তর :** ধাক্কা বা সংঘর্ষজনিত কোনো কারণে মোটরসাইকর ক্ষতি হলো বা মোটরচালক আহত হলে বা অন্য কোনো ব্যক্তি আহত হলে তজ্জন্য যে মিবা করা হয় মোটরসাইকেজ বিমা বলে।

৫. **সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা কী? (What is Property accident insurance?)**

**উত্তর :** অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যাওয়া কোনো দুর্ঘটনার কারণে সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হলে তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বীমাকারীবীমা গ্রহীতার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে বা বীমাপত্র ইস্যু করলে তাকে সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা বলে।

৬. **মোটরযান বীমা কী? (What is Motor vehicle insurance?)**

**উত্তর :** সড়ক দুর্ঘটনা কিংবা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক আঘাত বা হামলাজনিত কারণে যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে তার বিপরীতে মোটরযান বীমা। বাংলাদেশে সরকারি আইন অনুযায়ী বর্তমানে মোটরযান বীমা বাধ্যতামূলক। রাস্তায় গাড়ি নামালেই বীমা করতে হবে।

৭. **চৌর্য বীমা কী? (What is Thieft insurance?)**

**উত্তর :** শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বা গুদামের অথবা বসতবাড়ির অস্থাবর সম্পত্তি চুরি, ছিনতাই, জালিয়াতি, রাহাজানি ইত্যাদি কারণে যে কোনো সময় বেহাত হয়ে যেতে পারে। তাই এরূপ ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকার জন্য নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাগ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে চৌর্য বীমা বলে।

৮. **শস্য বীমা কী? (What is Crop insurance?)**

**উত্তর :** শস্য উৎপাদন যেমন ব্যহত হয় তেমনি উৎপাদিত শস্যেরও মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আর এরূপ ক্ষয়ক্ষতির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিরক্ষার জন্য শস্যবীমার উদ্ভব হয়েছে। তাই সহজ কথায় শস্য বীমা হচ্ছে এমন এক ধরনের চুক্তি যার ফলে বীমাকারী শস্যের উৎপাদন ও উৎপাদিত শস্যের ক্ষয়ক্ষতি হলে বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে।

৯. **মুনাফা ক্ষতির বীমা কী? (What is Loss of Profit Insurance?)**

**উত্তর :** ব্যবসায়ের মুনাফাজনিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণের জন্য বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মাঝে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকেই মুনাফা ক্ষতির বীমা বলে।

১০. **দায় বীমা কী? (What is Liability insurance?)**

**উত্তর :** যদি কোনো ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়ের সৃষ্টি হয় তখন উক্ত বীমা কোম্পানির ওপর বর্তানোর জন্য নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাগ্রহীতা যে বীমাপত্র গ্রহণ করে তাকে বীমা বলে।

১১. **নিয়োগকারীর দায় বীমা কী? (What is Employers liability insurance?)**

**উত্তর :** শিল্পকারখানায় কর্মরত অবস্থায় কোনো দুর্ঘটনা বা শিল্প সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে কোনো শ্রমিক গেলে বা আহত হলে বা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব শিল্প আইন অনুযায়ী মালিক ওপর বর্তায়। নিয়োগকর্তা, শ্রমিকের এরূপ ক্ষতিপূরণ দায় বীমার মাধ্যমে বীমা প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করে থা

১২. **গণ দায় বীমা কী? (What is Public liability insurance?)**

**উত্তর :** মোটরযান, ট্রেন, বিমান, জলযান ইত্যাদি যানবাহনে যাত্রী হিসাবে চলাচলকারী যাত্রীদের কো দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের জন্য যানবাহনের মালিকপক্ষ এক ধরনের বীমা পদ্ধতির আশ্রয় নেয় যাকে গণ দায় বীমা

Jewel's Care Life is for motto lesson

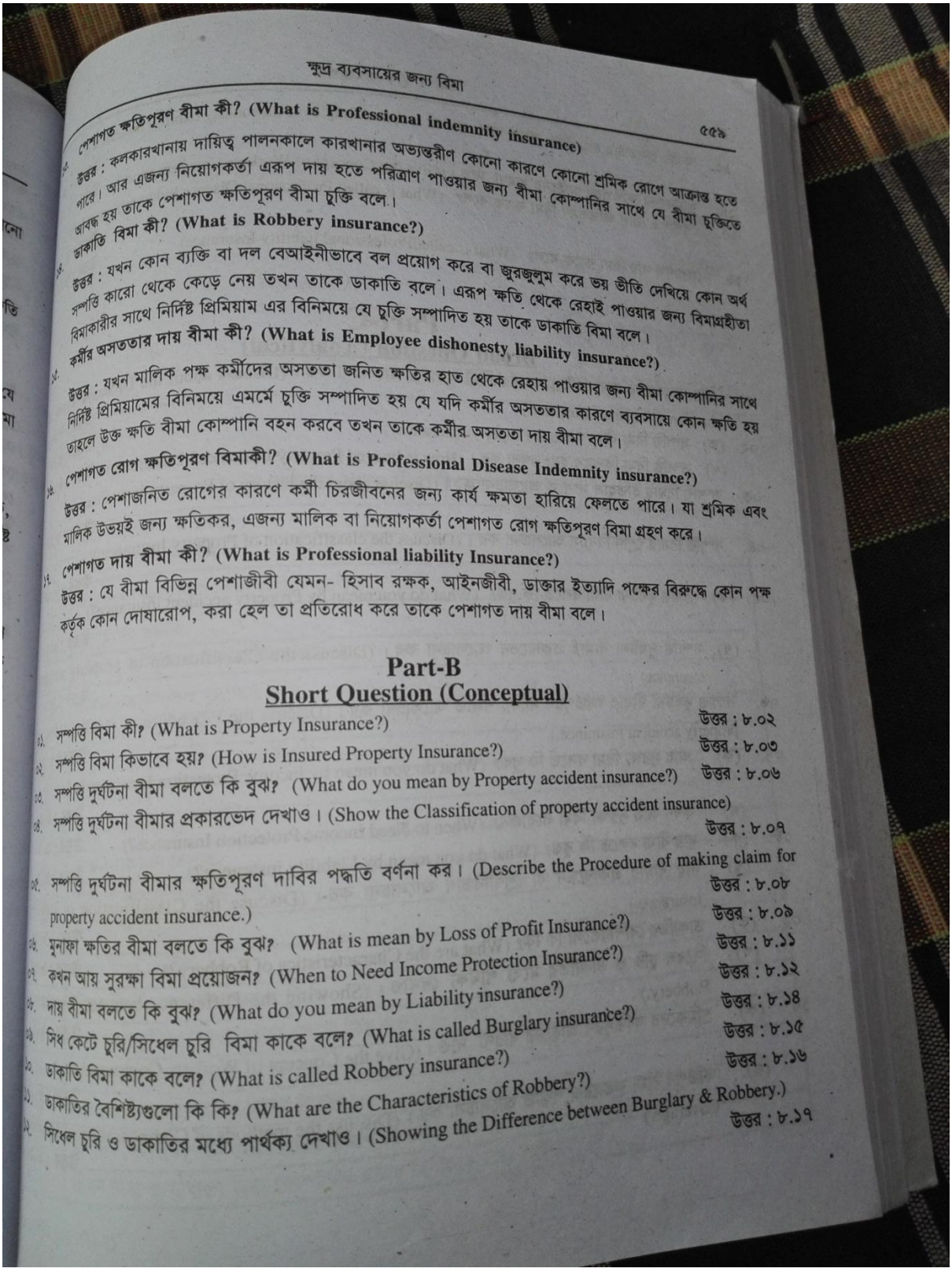



**পেশাগত ক্ষতিপূরণ বীমা কী? (What is Professional indemnity insurance)**

উত্তর : কলকারখানায় দায়িত্ব পালনকালে কারখানার অভ্যন্তরীণ কোনো কারণে কোনো শ্রমিক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আর এজন্য নিয়োগকর্তা এরূপ দায় হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বীমা কোম্পানির সাথে যে বীমা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকে পেশাগত ক্ষতিপূরণ বীমা চুক্তি বলে।

**ডাকাতি বিমা কী? (What is Robbery insurance?)**

উত্তর : যখন কোন ব্যক্তি বা দল বেআইনীভাবে বল প্রয়োগ করে বা জুরজুলুম করে ভয় ভীতি দেখিয়ে কোন অর্থ সম্পত্তি কারো থেকে কেড়ে নেয় তখন তাকে ডাকাতি বলে। এরূপ ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিমাগ্রহীতা বিমাকারীর সাথে নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম এর বিনিময়ে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে ডাকাতি বিমা বলে।

**কর্মীর অসততার দায় বীমা কী? (What is Employee dishonesty liability insurance?)**

উত্তর : যখন মালিক পক্ষ কর্মীদের অসততা জনিত ক্ষতির হাত থেকে রেহায় পাওয়ার জন্য বীমা কোম্পানির সাথে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এমর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে যদি কর্মীর অসততার কারণে ব্যবসায়ে কোন ক্ষতি হয় তাহলে উক্ত ক্ষতি বীমা কোম্পানি বহন করবে তখন তাকে কর্মীর অসততা দায় বীমা বলে।

**পেশাগত রোগ ক্ষতিপূরণ বিমাকী? (What is Professional Disease Indemnity insurance?)**

উত্তর : পেশাজনিত রোগের কারণে কর্মী চিরজীবনের জন্য কার্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। যা শ্রমিক এবং মালিক উভয়ই জন্য ক্ষতিকর, এজন্য মালিক বা নিয়োগকর্তা পেশাগত রোগ ক্ষতিপূরণ বিমা গ্রহণ করে।

**পেশাগত দায় বীমা কী? (What is Professional liability Insurance?)**

উত্তর : যে বীমা বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন- হিসাব রক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার ইত্যাদি পক্ষের বিরুদ্ধে কোন পক্ষ কর্তৃক কোন দোষারোপ, করা হেল তা প্রতিরোধ করে তাকে পেশাগত দায় বীমা বলে।

## Part-B
## Short Question (Conceptual)

01. সম্পত্তি বিমা কী? (What is Property Insurance?) উত্তর : ৮.০২
02. সম্পত্তি বিমা কিভাবে হয়? (How is Insured Property Insurance?) উত্তর : ৮.০৩
03. সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা বলতে কি বুঝ? (What do you mean by Property accident insurance?) উত্তর : ৮.০৬
04. সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমার প্রকারভেদ দেখাও। (Show the Classification of property accident insurance) উত্তর : ৮.০৭
05. সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমার ক্ষতিপূরণ দাবির পদ্ধতি বর্ণনা কর। (Describe the Procedure of making claim for property accident insurance.) উত্তর : ৮.০৮
06. মুনাফা ক্ষতির বীমা বলতে কি বুঝ? (What is mean by Loss of Profit Insurance?) উত্তর : ৮.০৯
07. কখন আয় সুরক্ষা বিমা প্রয়োজন? (When to Need Income Protection Insurance?) উত্তর : ৮.১১
08. দায় বীমা বলতে কি বুঝ? (What do you mean by Liability insurance?) উত্তর : ৮.১২
09. সিধ কেটে চুরি/সিধেল চুরি বিমা কাকে বলে? (What is called Burglary insurance?) উত্তর : ৮.১৪
10. ডাকাতি বিমা কাকে বলে? (What is called Robbery insurance?) উত্তর : ৮.১৫
11. ডাকাতির বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? (What are the Characteristics of Robbery?) উত্তর : ৮.১৬
12. সিধেল চুরি ও ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। (Showing the Difference between Burglary & Robbery.) উত্তর : ৮.১৭

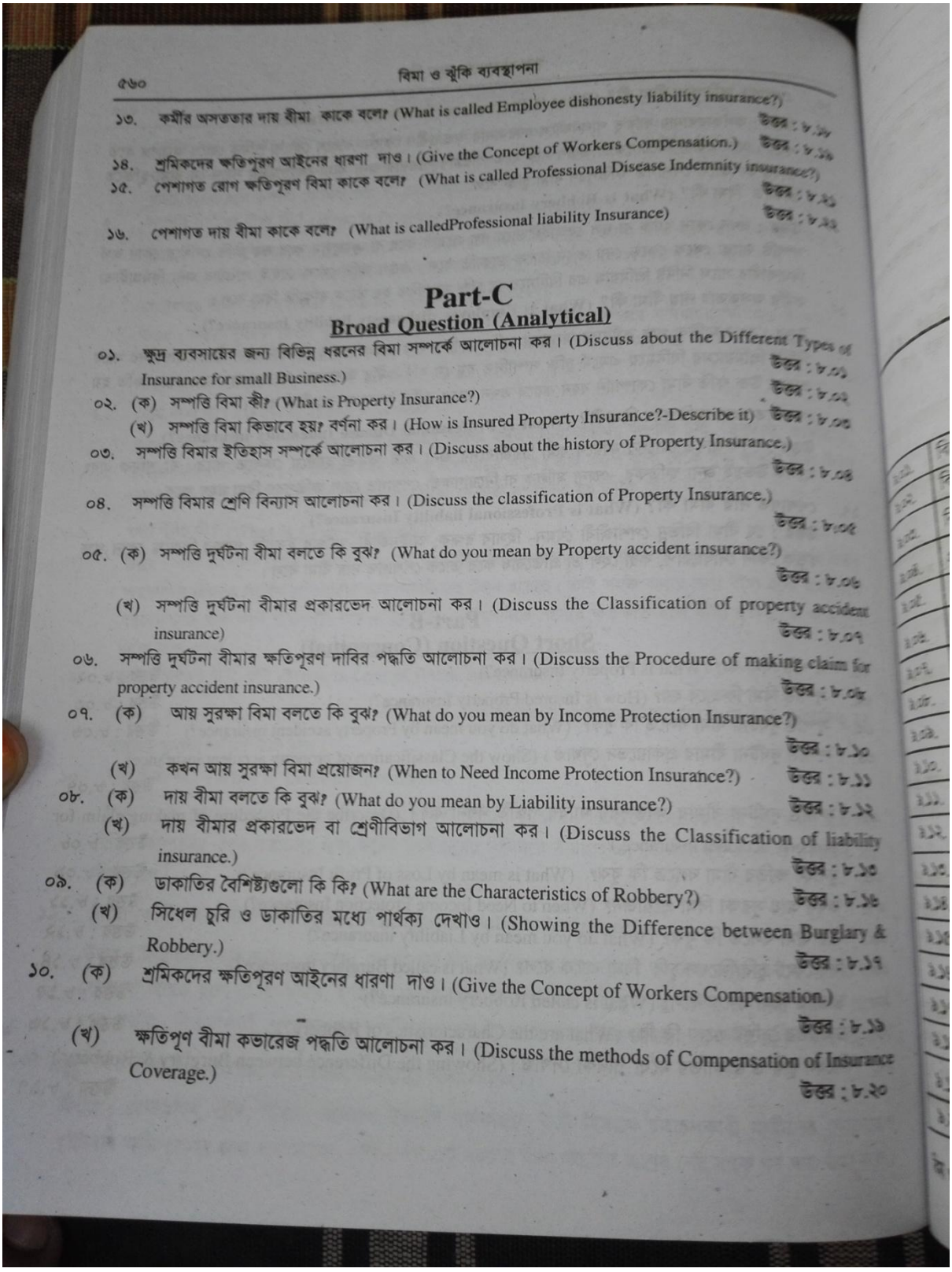



১৩. কর্মীর অসততার দায় বীমা কাকে বলে? (What is called Employee dishonesty liability insurance?) উত্তর : ৮.১৩

১৪. শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ধারণা দাও। (Give the Concept of Workers Compensation.) উত্তর : ৮.১৪

১৫. পেশাগত রোগ ক্ষতিপূরণ বিমা কাকে বলে? (What is called Professional Disease Indemnity insurance?) উত্তর : ৮.১৫

১৬. পেশাগত দায় বীমা কাকে বলে? (What is calledProfessional liability Insurance) উত্তর : ৮.১৬

## Part-C

### Broad Question (Analytical)

০১. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিমা সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss about the Different Types of Insurance for small Business.) উত্তর : ৮.০১

০২. (ক) সম্পত্তি বিমা কী? (What is Property Insurance?) উত্তর : ৮.০২

(খ) সম্পত্তি বিমা কিভাবে হয়? বর্ণনা কর। (How is Insured Property Insurance?-Describe it) উত্তর : ৮.০৩

০৩. সম্পত্তি বিমার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss about the history of Property Insurance.) উত্তর : ৮.০৪

০৪. সম্পত্তি বিমার শ্রেণি বিন্যাস আলোচনা কর। (Discuss the classification of Property Insurance.) উত্তর : ৮.০৫

০৫. (ক) সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা বলতে কি বুঝ? (What do you mean by Property accident insurance?) উত্তর : ৮.০৬

(খ) সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমার প্রকারভেদ আলোচনা কর। (Discuss the Classification of property accident insurance) উত্তর : ৮.০৭

০৬. সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমার ক্ষতিপূরণ দাবির পদ্ধতি আলোচনা কর। (Discuss the Procedure of making claim for property accident insurance.) উত্তর : ৮.০৮

০৭. (ক) আয় সুরক্ষা বিমা বলতে কি বুঝ? (What do you mean by Income Protection Insurance?) উত্তর : ৮.১০

(খ) কখন আয় সুরক্ষা বিমা প্রয়োজন? (When to Need Income Protection Insurance?) উত্তর : ৮.১১

০৮. (ক) দায় বীমা বলতে কি বুঝ? (What do you mean by Liability insurance?) উত্তর : ৮.১২

(খ) দায় বীমার প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর। (Discuss the Classification of liability insurance.) উত্তর : ৮.১৩

০৯. (ক) ডাকাতির বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? (What are the Characteristics of Robbery?) উত্তর : ৮.১৪

(খ) সিধেল চুরি ও ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। (Showing the Difference between Burglary & Robbery.) উত্তর : ৮.১৭

১০. (ক) শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ধারণা দাও। (Give the Concept of Workers Compensation.) উত্তর : ৮.১৯

(খ) ক্ষতিপূণ বীমা কভারেজ পদ্ধতি আলোচনা কর। (Discuss the methods of Compensation of Insurance Coverage.) উত্তর : ৮.২০